৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২০ জ্যৈষ্ঠ – ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ৪ জুন – ১০ জুন, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 32, 4 June - 10 June, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ক্লাস হয়েছে জুমে, পরীক্ষা কেন ক্লাসরুমে? চার মাস

অফলাইনে ক্লাস হোক, তারপর অফলাইনে পরীক্ষা দেবে। এমন নানা পোস্টার নিয়ে অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাল কলেজ পড়ুয়ারা। যদিও অফ লাইনে পরীক্ষা নিতে অনড় অধ্যক্ষরা। পুলিশ সামলালো পরিস্থিতি।

রবিবার : এসএসসির চাকরিতে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগ দুর্নীতি

মামলায় নথিপত্র প্রস্তুত রাখতে সিবিআই-এর তরফে ফোন গেল মূল মামলাকারী ববিতা সরকারের কাছে। তারপর ডাকাও হয়েছে ববিতাকে। তিনি জানিয়েছেন সব নথিপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে সিবিআই অফিসারদের হাতে।

সোমবার : মাধ্যমিক পরীক্ষার বেশ কিছু উত্তরপত্রে কুকথার বন্যা দেখে

হতবাক শিক্ষা মহল। কিশোর মনের মানসিক বিকার বলে অনেকে একে ব্যাখ্যা করলেও সামগ্রিকভাবে এ রাজ্যে নৈতিক শিক্ষার যে অবনতি হয়েছে এ তারই নজির। এই রোগ সারাতে চিকিৎসকের অভাব এখন বাংলায়।

মঙ্গলবার : পাচারে একের পর এক রাজনীতিকের নাম জড়াচ্ছে

রাজ্যে। এর আগে শাসক দলের নেতা সন্দেহের তালিকাভুক্ত হতেই পালিয়ে গিয়েছেন বিদেশে। এবার কয়লা পাচার কাণ্ডে সিবিআইয়ের ডাক পেলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা ও মন্ত্রী মলয় ঘটক। এদের গতিবিধি নজরদারির মধ্যে রয়েছে গোয়েন্দাদের।

বুধবার : কলকাতার নজরুল মঞ্চে বাঁধভাঙা ফ্যানেদের সামনে কলেজ সোস্যালে অনুষ্ঠান করার পর হোটেলে ফিরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কেকে ওরফে কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ। ৫৩ বছর বয়সে শিল্পীর অকাল মৃত্যুতে শোকাহত অসংখ্য ভক্ত।

বৃহস্পতিবার : বহু কংগ্রেস নেতাকেই এর আগে মুখোমুখি হতে হয়েছে সিবিআই-ইডির। পি চিদাম্বরমকে তো গ্রেফতারও করা হয়েছে। এবার ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হল সোনিয়া ও রাহুলকে। একে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বললেও দুজনেই হাজির হবেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার : কল্যাণীর এমস হাসপাতালে কাজের ঠিকাদার সংস্থায় চাকরি দেওয়ার দুর্নীতি মামলায় সাংসদ জগন্নাথ সরকার, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, চাকদহের বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ সহ বিজেপির একাধিক নেতা নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের ভার দেওয়া হল সিআইডিকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বৈঠক বসে, অন্ধকার কাটে কই

ওঙ্কার মিত্র

প্রশাসনিক বৈঠক দৈনন্দিন সরকার চালানোর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নানা প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন কাজে পর্যালোচনা হয় এই বৈঠকে আমলা ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। আগে বন্ধ দরজার ভিতরে এইসব আলোচনার খবর করতে সাংবাদিকদের অনেক কসরৎ করতে হতো। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সেসব বৈঠক এখন ভোল বদলে অন্যরকম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে প্রশাসনিক বৈঠক এখন একটা মুখরোচক রাজনৈতিক 'আইটেম'। রুদ্ধদ্বার ছেড়ে সেই বৈঠক এখন লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে মানুষের ড্রয়িং রুমে পৌঁছে যাচ্ছে। বৈঠক শেষ হবার পর দু তিনদিন ধরে আলোচনার খুঁটিনাটি নিয়ে চলছে প্যানেলিস্টদের আলোচনা, সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ। আবার সেই আলোচনার পক্ষে বিপক্ষে ঝড় উঠছে চায়ের দোকানে। অর্থাৎ যে আইএএস, আইপিএসরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে বসে ডিক্টেশন দেন, ভারিক্কি ভাবসাব করে করিডরে হেঁটে বেড়ান তারাই এখন চায়ের দোকানের মুখরোচক বাগবিতন্ডার খরিদ্দার। যারা প্রতিদিন ভারি ভারি নির্দেশ দেন তারাই সব প্রশাসনিক বৈঠকে এসে কাজের নামে বজ্জাতি করে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খান। মানুষের সামনে খুলে যায় প্রশাসনের ভারি ঢাকনাটা।

প্রশাসনকে এভাবে মানুষের সামনে বে-আব্রু করার পদ্ধতি ভুল না ঠিক তা বিচার করবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু এতো প্রশাসনিক বৈঠক, এতো পর্যালোচনা, এতো ধমক

ধামকের পরেও সরকারি কাজে স্বচ্ছতা এসেছে বা ঘুষ ঘাষালি কমেছে এমন প্রমাণ কোনও সমীক্ষা দিতে পারছে না। ১১ বছর সরকার চালানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিশ্চয়ই একথা বুঝেছেন। 'আনডার প্রসেস' তকমা নিয়ে বহু প্রকল্প যে দিনের পর দিন লাট খাচ্ছে তা তিনি প্রমাণ করেছেন পুরুলিয়া জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে। বিএলআরও অফিসগুলিতে নিজের জমি মিউটেশন করাতে গিয়ে যে দালালি দিতে হয় একথা সাধারণ মানুষ জানলেও এতদিন প্রশাসনের আঁচলে লুকিয়ে ছিল। এবার সেই আঁচল সরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। শুধু মুখে বলেন নি কাগজ দাখিল করে দেখিয়েছেন কিভাবে তাঁর উদ্বোধন করা কাজ গুলো ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। নেতা আর আমলা এই দুয়ের সাঁড়াশিতে প্রতিদিন মানুষের দম যেভাবে বন্ধ হচ্ছে তা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছেন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন গতবারের পদ্ধতিতে আর তিনি সর্বনাশ ডাকতে চান না। তাই উপায় নেই, কোপ পড়েছে আমলাদের ঘাড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর রক্ত চক্ষুর টার্গেট হয়েছেন পুরুলিয়ার জেলা শাসক। চাকরিতে তাঁর অবনতি হলো না উন্নতি এ নিয়ে বিস্তর কৌতূহল জনমানসে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে কবুল করেছেন প্রশাসনের নিচু তলার কর্মীরা জনগণকে চুষে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। সামনে কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দেওয়া আদালতের নির্দেশ সরকারের মাথায় খাঁড়ার মতো ঝুলছে। এই সময় কর্মচারীদের দুর্নীতির রঙে রাঙিয়ে দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। পুরনো কংগ্রেসী আমলে এমন উদাহরণ আছে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায়।

তবুও যে যাই বলুক না কেন পুরানো প্রশাসনিক বৈঠকের চেয়ে বর্তমান বৈঠক মানুষের কাছে অনেক জনপ্রিয়। চাহিদা পূরণ না হোক চোখের সামনে প্রশাসনের কর্তা ও নেতাদের ধমক খাওয়া দেখে তারা অন্তত মানসিকভাবে শান্তি পান। সর্বহারার প্রতিনিধিত্ব করবে বলে যারা একদিন ক্ষমতায় এসেছিল সেই বামেরাও কিন্তু মানুষকে এই শান্তি দিতে পারেনি। সরকার চলেছিল গড্ডালিকা প্রবাহের মতো। সে প্রবাহ না কাটলেও মমতা ব্যানার্জী অন্তত তাতে ছোট ছোট টক-মিষ্টি ট্যুইস্ট এনেছেন। এটাই তাঁর ক্যারিশমা। যদিও প্রশাসনিক মহলের মতে একদিনের এই প্রশাসনিক বৈঠক আসলে শান্ত জলরাশিতে ছোট একটা ঢিল ফেলার মতো। কিছু তরঙ্গে জল আন্দোলিত হয় ঠিকই কিন্তু থিতিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। এক্ষেত্রেও তাই, মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক শেষে জেলা ছাড়লেই সব আবার আগের মতো। সেই ঘুঘুর বাসায় ঘুঘুরা নিজের মতো বাস করছে জনগণ সরকারি কাজে এসে নানা অছিলায় ফিরে ফিরে যাচ্ছেন, আমলারা নিজের ঘরে মুখ লুকিয়ে বসে নিজের কাজ করছেন জনগণের অভিযোগ শোনার তাদের নেই। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দফতর খুলেছে 'পাবলিক গ্রিভেন্স সেল'। সেখানে জমা পড়ছে জনগণেশের কান্না, যন্ত্রণা। আবার এমনই গোঁরো সেইসব অভিযোগ জেলায় আসলে তা বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে থাকছে ডাস্টবিনে যাবে বলে। জনপ্রতিনিধি- প্রশাসন- জনগণ ভারতীয় গণতন্ত্রের এই অসম ত্রিভুজের কাছাকাছি দুই কোণে অবস্থান করে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন। দূরের কোণে রয়ে যায় সাধারণ জনগণ। যাদের মধ্যে ব্যবধান কোনদিনই কমে না। ক্রমশই বাড়তে থাকে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সকলকে তীর বিদ্ধ করে নিজের আকাঙ্খা বুঝিয়ে দিচ্ছেন বটে কিন্তু তাতে এই দূরত্ব দূর করার প্রয়াস কম। এ এক এমন কঠিন কাজ যুগে যুগে দেশে দেশে প্রশাসকরা হার মেনেছেন। জনগণতান্ত্রিক কথাটা শুনতে যতো ভালো প্রতিষ্ঠা করা ততই কঠিন। শুধু প্রশাসনিক বৈঠক দিয়ে এ কাজ সম্ভব বলে মনে হয়না।

শিলংয়ে বাঙালিরা ভাল নেই

শিলং থেকে ড. জয়ন্ত চৌধুরী

মেঘালয় রাজ্যের বর্তমান রাজধানী শিলং শৈল শহর একসময় অসম রাজ্যের রাজধানী ছিল। সে সময় বঙ্গ দেশের বহু মানুষের আত্মীক যোগ গড়ে ওঠে এই শহরের সঙ্গে। অসমও একসময় বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিক শিলং শহরের গড়ে ওঠার

পিছনে বাঙালিদের অবদান কম নয়। বাঙালির পর্যটন ভাবনায় বর্তমান শৈল শহর শিলংয়ের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। অথচ বাঙালিরা আজ অনেকটাই কোনঠাসা। শিলং বঙ্গ প্রদেশ এবং পরবর্তীকালে অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর স্থানীয় খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড়ের উপজাতিরা শিক্ষা চাকরি বহু ক্ষেত্রেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের তকমা থাকায় নানা সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। মেঘালয়ে পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ বাঙালি বলে জানালেন প্রাক্তন অধ্যক্ষা উমা পুরকায়স্থ। তিনি থাকেন অক্সফোর্ড হিল এলাকায়। রবীন্দ্রচর্চায় ও নেতাজি চর্চায় পরিচিত নাম। তিনি জানান, সন্ধ্যাবেলায় তারা শঙ্খধ্বনি দিতে পারেন না কারণ বাড়িওয়ালারা অসন্তুষ্ট হন। উল্লেখ্য গ্রীস্টান অধ্যুষিত মেঘালয়ে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু। বৌদ্ধ মঠ থাকলেও হিন্দু দেবদেবীর মন্দির হাতে গোনা, একসময়ের সম্প্রীতির শহর শিলংএ বাঙালিরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। ক্ষোভ প্রকাশ করে উমাদেবী জানান রাজ্য সরকারি প্রশাসনে বাঙালিরা ব্রাত্য। বিবাহসূত্রে প্রায় তিরিশ বছর শিলংএ বসবাস করছেন বেহালা চৌরাস্তার বাসিন্দা মালবিকা চক্রবর্তী।

এরপর পাঁচের পাতায়

কমছে কৃষি রফতানি

বণিক মহলকে আহ্বান কৃষিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কৃষি যে ভিত্তিতে অনবরত তার মহিমা প্রদান করে তার পুরোটাই নির্ভর করে কৃষিক্ষেত্র, কৃষক এবং প্রকৃতির ওপর। বিগত কয়েক বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে বিভিন্ন বড় বড় ঝড় ঝাপটা সামাল দিয়ে কৃষিক্ষেত্রকে সনির্ভরতার পথে নিয়ে যাওয়া এক নিরলস প্রচেষ্টায়

সরকার থেকে শুরু করে বণিক মহল সকলে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রকে কিভাবে উজ্জীবিত করা যায় বা আরও কিভাবে এতে প্রাণ সঞ্চারের মন্ত্র দেওয়া যায় সেই নিয়েই বণিক মহল সংগঠন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সে এক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার কমলেশ কুমার মজুমদার, কৃষি রসায়ন এক্সপোর্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অতুল চরিয়াল। এছাড়াও বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষি দফতরের বাণিজ্যিক বিষয়ক মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। বিপ্লব মিত্র বলেন, পশ্চিমবঙ্গ নতুন নতুন বিভিন্ন কৃষিজাত প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়ন করবার জন্য আপ্রাণ কাজ করে চলেছে। বণিক মহলের আরও উপদেশ সরকার নিতে আগ্রহী।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, কৃষি জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের সুবিধার্থে বহু প্রকল্প সরলীকরণ করা চলছে। যা কৃষকদের সত্যিই লাভ হবে তিনি বণিক মহলের কাছে এও বলেন, নোনা স্বর্ণ নামে এক চাল উৎপাদনে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষ জমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়ায় ক্ষতি হয় চাষবাসের। সে কারণেই চাষিরা অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হয়ে যায় এবং চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে। তাই সেই জমিতেও কিভাবে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় চাষ করা যায় সে নিয়ে গবেষণার পর বেশ ভালোই সুফল মিলছে। এছাড়াও নদিয়াতে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

বণিক মহলের পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন বাণ উঠে আসে তাতে জানা যায় কৃষি রফতানিতে লেগেছে ভাটা। এমনই আশঙ্কায় রফতানির সাথে যুক্ত হওয়া বণিকদের মাথায় হাত পড়েছে। তারা বলেন, ৬ হাজার মেট্রিকটন রফতানি হতো কিন্তু এখন হাজারের কোটায় নেমে এসেছে রফতানি।

এরপর পাঁচের পাতায়

বারুইপুরে পানীয় জলের সমস্যা চরমে

প্রিয় মুখার্জী

ট্যাপ কল আছে, কিন্তু জল নেই, আবার কোথাও বা জল আসার সময় ঠিক নেই, যদিও জল আসে, তা পড়ে অত্যন্ত ধীরে। আবার কোথাও ট্যাপ কলের মুখ না থাকায় জল পড়ছে অঝোরে। হচ্ছে জলের অপচয়। কোথাও মোটর পাম্পের কয়েল পুড়ে গিয়েছে, কোথাও মোটর পাম্প অকেজো হয়ে যাওয়ায় জল ওয়ার্ডে আসছে না। সর্বত্র পুরো নাগরিকদের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে টিউবয়েল। এমন চিত্র বারুইপুর পুরসভা এলাকায়। অভিযোগ, পানীয় জলের সমস্যা চরমে উঠেছে। অথচ নজর নেই পুর প্রশাসনের। কাউন্সিলরদের জানিয়েও কোন প্রতিকার মেলেনি। এই প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী বলেন, নোদাখালি থেকেই পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ ঠিকমতো হচ্ছে না। যে পরিমান জল পুরসভার রিজার্ভে আসা দরকার, সেই পরিমাণ জল আসছে না। তাই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে। তবে তাড়াতাড়ি মিটে যাবে বলে জানানো হয়েছে। বারুইপুর পুরসভার ১৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকটি ওয়ার্ড-এর সমস্যা চরমে উঠেছে। পানীয় জলের সমস্যা কবে মিটবে,তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পুরসভার নাগরিকরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

টাকা আত্মসাত ঠিকাকর্মীদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সর্বত্র চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ বর্তমানে এক অগ্নিগর্ভ সমস্যা হয়ে উঠেছে। সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই ঠিকাদারি মালিকি ব্যবস্থায় কর্মীরা সব সময়েই বঞ্চনার ও শোষণের শিকার হয়ে থাকে। এমনটাই অভিমত সারা বাংলা হাসপাতাল রোগী কল্যাণ ও অস্থায়ী ঠিকা কর্মী ঐক্য কেন্দ্রের মুখ্য উপদেষ্টা প্রবীণ সমাজকর্মী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০১১ সালে রাজ্যে বাম আমলের দীর্ঘ বঞ্চনা ও দলদাস ঠিকা মালিকদের নির্মম শোষণ পর্বের অবসান ঘটাতে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্বও নিজের হাতে নেন। এর ফলে কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি, ইপিএফ, ইএসআই, ন্যূনতম বোনাস সহ শ্রমিক কল্যাণে শ্রম আইনের রক্ষাকবচগুলি চালু হয়। এসত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে ঠিকাদারি ব্যবস্থায় চুক্তি ভিত্তিক নিযুক্ত অস্থায়ী লিফটম্যান, নিরাপত্তা কর্মী সহ সাফাই কর্মী ও ঝাড়ুদার কর্মীরা ইপিএফ, ইএসআই থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত বলে জানালেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত হাসপাতালে অবস্থান ও রিলে অনশনরত অস্থায়ী ঠিকা কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, কন্ট্রাক্টররা বা ঠিকাদাররা কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআই-এর টাকা জমা দিচ্ছেন না। সাফাইকর্মী সুপারভাইজার নন্দিতা দে সাহা জানান, তিনি ৬ বছর কাজ করছেন। সুমনা বিশ্বাস দু'বছর কাজ করছেন। হাউস কিপিং দীপঙ্কর ঘড়ুই, জেনারেটর কর্মী, গেটম্যান

মিলিয়ে প্রায় ৮৫ জন অস্থায়ী ঠিকা কর্মী রয়েছেন বারাসত হাসপাতালে। তাদের মধ্যে কেউ পনেরো, কুড়ি, বাইশ বছরের কর্মীও আছেন। এদের সকলেরই দীর্ঘদিন ধরে পিএফ-এর টাকা কেটে নেওয়া হলেও ঠিকাদাররা তা জমা দিচ্ছেন না। ইএসআই-এর কার্ডও পাননি। এর ফলে অসুখবিসুখ হলে সরকারি চিকিৎসা সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। নো ওয়ার্ক, নো পে চুক্তিতে মাত্র প্রায় সাত হাজার টাকা মাস মাইনেতে এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার উপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা প্রায় সকলেরই। হাসপাতালের সুপার, সিএমওএইচ সবার কাছেই একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এমনকি মাস মাইনের টাকাও সময় মত পাওয়া যায়না বলেও কর্মীদের অভিযোগ, অবস্থানরত কর্মীরা বলেন, 'আমরা বহু চিঠি চাপাটি করেছি। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, কিন্তু শুধু মন্দিরের ঘন্টার মতো আমাদের ব্যবহার করছে সকলেই। তাই আমরা এই ঠিকাদারি ব্যবস্থা বিলোপের দাবিতে সোমবার ৩০ মে থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্নায় বসেছি। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে বিনা কারণে ৩৩ জন কর্মীকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকেও পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি।' এশিয়ান ফ্রন্ট অফ হিউম্যান রাইটস-এর দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'বারাসত হাসপাতালে এই দুই শ্রেণীর কর্মীদের প্রায় তিরিশ লক্ষাধিক টাকা ঠিকাদাররা এখনও জমা দেয়নি। মানবাধিকার কর্মী হিসেবে আমরা এইসব কর্মীদের আন্দোলনকে সমর্থন করছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

জয়নগর ও রায়দীঘির পুরাতত্ত্ব পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : আদিগঙ্গা তীরবর্তী বারুইপুর,শাসন, জয়নগর মজিলপুর, বহড়ু,দক্ষিণ বারাসত,মথুরাপুর, কাশিনগর, রায়দিঘি সহ বহু এলাকা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এই সব এলাকায় পুরাতত্ত্বের বহু নিদর্শন আজও বিদ্যমান আর সেইসব নিদর্শনের কিছু সরেজমিনে পরিদর্শন করতে রবিবার বেলায় জয়নগরে এলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য সচিব বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপদেষ্টা এবং রাজ্য পুরাতত্ত্ব দপ্তরের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন জেলা শাসক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে জয়নগর-মজিলপুরের দত্ত বাড়ির পুরাতত্ত্ব নিদর্শন পরিদর্শন করেন। ঘুরে দেখেন গোপাল জিউর মন্দির। কথা বলেন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় মানুষদের সাথে। দত্ত পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে বসেই বিষবৃক্ষ বইটি লিখেছেন। আলাপন বাবু এখান থেকে চলে যান শিবনাথ শাস্ত্রীর পৈত্রিক বাড়ি দেখতে। তিনি সেখানে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর নাতির সাথে কথা বলেন। বাড়িতে শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি দেখে আপ্লুত হয়ে যান। এরপর তিনি কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালা পরিদর্শনে যান। এই সংগ্রহশালার সম্পাদক বর্ষীয়ান প্রতীপ ভট্টাচার্যের বামন দেব ভট্টাচার্য রোডের বাড়িতে পুরাতত্ত্বের সংগ্রহশালা সামগ্রীগুলো রাখা আছে। এদিন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে গিয়েই সংগ্রহশালায় থাকা পুরাতত্ত্ব সামগ্রীগুলি দেখেন এবং কথা বলেন প্রতীপ ভট্টাচার্যের সাথে। এছাড়া এই সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, লালমোহন ভট্টাচার্য, মৃণাল ভট্টাচার্য্য, সঞ্জয় ঘোষ সহ একাধিক মানুষদের সাথে কথা বলেন। এই পুরাতত্ত্ব সামগ্রীগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সরকারিভাবে কী কী করণীয় তা এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেন। তিনি এ দিন জানান, জয়নগর মজিলপুর একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা বলেই জানি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু এলাকায় পুরাতত্ত্বের বহু নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারিভাবে সেগুলো কে বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আর তাই এদিন সরেজমিনে সেগুলোই পরিদর্শন করলেন তিনি। আর ওনার কাছে এগুলো বাঁচানোর অনুরোধ জানিয়েছেন স্থানীয় পুরাতত্ত্ব সাথে জড়িত মানুষজন। কালিদাস দত্তের স্মৃতি সংগ্রহশালার পক্ষে রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও প্রতীপ ভট্টাচার্য বলেন,সাধারণ ইতিহাস প্রেমী মানুষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এগুলো দেখতে পায় আমরা সেটা চাই। আমরা চাই যথাযথভাবে এই সব সামগ্রীর সঠিক মূল্যায়ন হোক। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা এর থেকে সঠিক শিক্ষা অর্জন করুক। এদিন আলাপনবাবু জয়নগর থেকে যান রায়দিঘীর ঐতিহাসিক জটার দেউল পরিদর্শন করতে। সেখানে আলাপন বাবুকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা,বিডিও তাপস কুমার দাস, পুরাতত্ত্ববিদ দেবীশংকর মৃধা সহ আরো অনেকে। আলাপন বাবু এদিন জটারদেউল পুরো ঘুরে দেখেন এবং এই জটার দেউল পুরাতত্ত্বের কাজ দেখে অভিভূত হয়ে যান। আগামী দিনে তিনি আবার এই সব এলাকায় এসে পুরাতত্ত্বের এই সব নিদর্শন খুঁটিনাটি আরো ভালোভাবে দেখবেন বলেও জানালেন। এদিনের এই ঝটিকা সফরে পুলিশের নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 32, 4 June - 10 June, 2022

দুমফটাস কারেকশনে কিনুন শেয়ার

পার্থসারথি গুহ

দুম করে ভারতের বাজারে শুরু হয়েছে বহু প্রত্যাশিত কারেকশন। যথারীতি ওষুধ-তথ্য প্রযুক্তি, ব্যাঙ্ক-ফিনান্সিয়াল-সহ অন্য প্রায় সব সেক্টরেই প্রাইজ কারেকশন চলছে জোরকদমে। এমনিতে ভারতের বাজার এখন চরম বুল রানের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। গত দু মাসের বেশি সময় ধরে ভারতীয় নিফটি দাঁড়িয়ে ছিল ১৮ হাজারের ওপর। সেই জায়গা থেকেই কারেকশন চুপি চুপি এসেছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কারেকশনের পাকেচক্রে এমন হতে পারে ১৫ হাজারের খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৮-১০ শতাংশের সংশোধনী বাজারকে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করবে। কিছু বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলছেন মে-জুনের রোলওভার নিচে করার জন্য এই ছদ্ম কারেকশনে মেতেছে ভারতের বাজার। ছদ্ম হলেও এতে যেমন কারেকশনের প্রত্যাশা মিটবে ঠিক তেমনই এপ্রিল সিরিজ থেকে আবারও তেড়েফুঁড়ে বাড়তে শুরু করবে নিফটি-সেনসেক্স।

গত কয়েক সপ্তাহতেই ইঙ্গিত ছিল ভারতের শেয়ার বাজার এবার ফন্দি-ফিকির খুঁজছে একটা জম্পেশ কারেকশনের। আর হবে

অর্থনীতি

নাই বা কেন? গত এক-দেড় বছর নিফটি ও সেনসেক্সের মুখ শুধুই ছিল ঊর্দ্ধমুখী। সেই বাজারে একটু কারেকশন বা সংশোধনী না হলে যাবতীয় শেয়ার জ্ঞান, সূচক সম্পর্কিত ব্যাকরণ পুরো ফেল মেরে যাবে। তবে বাজার যে তক্কে তক্কে আছে নিচে আসার তার আভাস দিচ্ছিল কিছুদিন আগের মেটাল ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বড়সড় কারেকশন এসে যাওয়ায়। মিড ক্যাপেও কিছু কিছু শেয়ার বেশ ভালো পড়তে শুরু করেছিল। অথচ লার্জ ক্যাপ অর্থাৎ বড় মাপের শেয়ারের দাম ওপরে থাকায়

বাজার কিছুতেই পড়ছিল না। সেই লার্জ ক্যাপের দড়িতে যেই টান পড়ল, তৎক্ষণাৎ নিফটি মহারাজ একেবারে খানখান। ক্লিয়ারিং সপ্তাহের শেষ লগ্নে এসে অর্থ বাজারের এই সংশোধনী প্রত্যাশিত হলেও কিছু শেয়ারের দাম যে হারে পড়ল তা ঘাবড়ে দিয়েছে অনেক অভিজ্ঞ ট্রেডারকেও।

পাশাপাশি ওষুধ সেক্টরের খারাপ সময় যে এখনও বেশ ভালোমতো চলছে তাও পরিস্কার হয়ে গেল এই কারেকশন পর্ব চলার সময়। নামিদামি বহু ফার্মা কোম্পানির শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নিচে চলে এসে। মোটের ওপর এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে যেসব ভারতীয় ফার্মা ও আইটি সংস্থাগুলি রীতিমতো ছড়ি ঘোরাচ্ছিল তাদের ডাল মে কুছ কুছ রুকোয়াত।

অনেক কিছু রসদ নিয়ে ২০২২ এর ইনিংস শুরু হয়েছে। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ-এপ্রিলের বাৎসরিক ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪-৫ বছরে।

ভারত সরকার এখন 'ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠতে চাইছে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে। লগ্নিকারীদের কাছে টানতে সরকার তথা অর্থমন্ত্রক আগামীতে অনেক রকম পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কথা ইতিমধ্যেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে। তাছাড়া সুদের হার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছে বলে মধ্যবিত্তদের একটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাও খুঁজছে সরকার। কারণ কেন্দ্র ভালোমতোই জানে বহু মধ্যবিত্তের সংসার চলে পেনশন ও ফিক্সড থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর। এবার সুদের হার যদি এভাবে পড়ে যেতে থাকে তবে তো তারা সমস্যায় পড়বেনই। এর বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একান্তভাবে চাইছে দেশের আম জনতা তাদের রোজগারের একটা অংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করুক।

উত্তরের আঙিনায়

বুনো দাঁতালের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা দু'দিন জঙ্গলে ছটফট করল বুনো দাঁতাল। সামান্য চিকিৎসাও মিলল না। ওই দু'দিন অসুস্থ হাতির পাশ থেকে একচুলও নড়েনি তার পরিবার । দশ থেকে বারোটি হাতির দল ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে। মৃত্যুর পরেও দেহ আগলে রেখেছে। ডুয়ার্সের রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো আপাল চাঁদের জঙ্গলে। গত সোমবার ক্রান্তি ব্লকের মহিষ ডোবা সংলগ্ন তিস্তা নদী পার হতে গিয়ে আটকে যায় একটি অসুস্থ হাতি। এরপর বনকর্মীরা দিনভর চেষ্টার পর তাকে আপাল চাঁদের জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। কিন্তু জঙ্গলে ফিরে আসার পর থেকে তার কোনও চিকিৎসা না হওয়ায় সেটি মারা যায় বলে অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা নিলু ওঁড়াও বলেন, অসুস্থ হাতিটি জঙ্গলে আসার পর থেকে হাতিটির ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল বন দফতর। কিন্তু তার কোনও চিকিৎসা শুরু করেন নি বনকর্মীরা। হাতিটি গত দু'দিন ধরে কষ্ট পেয়ে একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। হাতি মৃত্যুর ঘটনায় বনাধিকারিক মঞ্জুলা তিরকি বলেন, এটি একটি পুরুষ হাতি। এই হাতিটির সঙ্গে গোটা ২৫ হাতির একটি দল ছিল। তাই তাদের সামনে যাওয়া যায়নি। তারা এখনও দেহ ঘিরে রয়েছে। তাই মৃত হাতির দেহ উদ্ধার করতেও যাওয়া যাচ্ছে না। হাতির দলটি চলে গেলে আমরা দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠাব। তাহলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। এমনই মর্মান্তিক ছবি দেখা গিয়েছিল দিনকয়েক আগেই। গোটা একদিনের বেশি মৃত শাবকের দেহ শুঁড়ে পেঁচিয়ে রেখেছিল মা হাতি। মৃত ছানাকে শুঁড়ে তুলে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানে তিন দিন ধরে দেহ আগলে রেখেছিল বুনো হাতির দল। ডুয়ার্সের চা বাগানে মৃত শাবককে শুঁড়ে পেঁচিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছিল মা হাতিকে। সেই ঘটনা আবার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ডুয়ার্সের আপাল চাঁদের জঙ্গলে।

পুলিশের জালে জমি মাফিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার পুলিশের হাতে পিকে!! নামটা শুনে অবাক হলেন? পিকে মানে, প্রশান্ত কিশোর বা আমির খান নয়!!! শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় কুখ্যাত জমি মাফিয়া প্রদীপ চৌধুরী ওরফে পিকের কথা বলছি আমরা। হ্যাঁ অবশেষে পিকেকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটনের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। গতকাল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের কাছে খবর আসে জমি মাফিয়া প্রদীপ চৌধুরী ওরফে পিকে বাড়িতে রয়েছে। অনেকদিন ধরেই এই জমি মাফিয়া কে খুঁজে বেড়াচ্ছিল পুলিশ। বাড়িতে থাকার এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ দক্ষিণ শান্তিনগরে

পিকের বাড়িতে হানা দেয় এবং তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই প্রদীপ চৌধুরী ওরফে পিকে দীর্ঘদিন ধরে জমি জালিয়াতি ঘটনায় জড়িত রয়েছে। তার নামে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ রয়েছে। বহু দিন ধরে তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল পুলিশ,আবশেষে সোমবার তার বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয় ও তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। ধৃত প্রদীপ চৌধুরী ওরফে পিকে-কে আজ জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে। ভয়ঙ্কর কান্ড!! প্রদীপ চৌধুরী অর্থাৎ পিকে সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাতকারে ভয়ঙ্কর কথা বলল, পি কে বলেছে,আরো কয়েকজন জমি মাফিয়া আছে। এমনকি সেই জমি মাফিয়াদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ্যে এনেছে পিকে। পিকে জানায়,অরুণ রায় চৌধুরী, বিশ্বজিৎ দত্ত ও কুমারেশ পাল সহ আরো অনেক জমি মাফিয়া আছে।

জলাভাব পাহাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার দার্জিলিং। গত কয়েকদিন ধরেই পাহাড়ে জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। দার্জিলিং এ যে যে জায়গায় পানীয় জলের ট্যাঙ্ক আছে সেখান থেকেই ঠিকমত জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। যে যে জায়গায় রাস্তায় কলের জল আসছে এত সরু হয়ে জল আসছে যে এক বালতি জল ভরতেই চলে যাচ্ছে অনেকটা সময়। দার্জিলিং এর সাধারণ মানুষের অভিযোগ, প্রথমে তিনবেলা জল আসত,তারপরে দুবেলা এখন একবেলাতেও ঠিকমত জল পাওয়া যায় না,যাও বা জল পড়ে প্রচণ্ড সরু

হয়ে পড়ে। পানীয় জলের সমস্যার কারণে অসুবিধার মধ্যে পড়েছে হোটেলগুলিও, যাঁরা হোটেলে এসে থাকছেন তাদের প্রত্যেককে জল কিনে খেতে হচ্ছে। আগে এক লিটার জলের দাম ছিল দশ টাকা এখন এক লিটার জলের দাম গিয়ে দাড়িয়েছে তিরিশ টাকা। দার্জিলিং পুরসভাতে হামরো পার্টির তরফ থেকে শহরবাসীর জন্য পাউচ প্যাকেটে জল বিলি করা হচ্ছে। দার্জিলিং এর জলসঙ্কটে পাশে দাঁড়িয়েছে কালিম্পং রোজ কালিম্পং পুরসভা থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউচ প্যাকেট আসছে শহরবাসীর জন্য। প্রতিটি পাউচ প্যাকেটে ৫ লিটার করে জল থাকছে। পাহাড়ের জলের সঙ্কটে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে পানীয় জলের কোম্পানীগুলি। আগে ৫ লিটার জলের দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা এখন তা বেড়ে দাড়িয়েছে একশো দশ টাকা।

দিনে দুপুরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনে দুপুরে ফের এনজেপি থানা এলাকায় চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে এনজেপি সংলগ্ন ভোলা মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী দোকান খুলে ধূপ-ধুনো দিচ্ছিলেন। এই সময় এক মহিলা এসে, সোনার অলঙ্কার কিনতে চান। ড্রয়ারে থাকা একটি থলে বের করে, সেখান থেকে এক চিলতে সোনার অলঙ্কার দেখায় ওই ব্যবসায়ী। সেই অলঙ্কার সাফাই করবার জন্য আর্জি জানান মহিলা। ব্যবসায়ী সেই অলংকার পরিস্কার করতে গেলে, ওই মহিলা দোকানীকে জানায়, আপনি পরিস্কার করুন,

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। এই বলে মহিলা বেরিয়ে যায়। এর পর ড্রয়ারে নজর পড়তেই চক্ষু কপালে ব্যবসায়ীর। তিনি দেখেন ড্রয়ারে থাকা অলঙ্কারের থলিটিই নেই। তিনি কেপমারির বিষয়টি বুঝে উঠতেই, খবর দেন এনজেপি থানায়। ঘটনার তদারকি করছে পুলিশ।

এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে, ওই মহিলাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। ব্যবসায়ী জয়ন্ত পাল বলেন, একটি স্কুটি নিয়ে এসেছিল ওই মহিলা, এমনটা হবে ভাবেননি তিনি। থানায় অভিযোগ করেছেন, পুলিশ তদন্ত করে আশা করি ওই কেপমারকে গ্রেফতার করবে। এদিকেএই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

পাখি পাচার, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : এনজেপি থেকে উদ্ধার টিয়া পাখি। আজ সকালে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার করা হল প্রায় তিনশো টিয়াপাখি। পাচারকারী দুজন ষ্টেশন থেকে নেমে একটি গাড়িতে টিয়াপাখিগুলিকে নিয়ে যাবার সময় তাদের আটক করে পুলিশ। আটক দুজনের বাড়ি রায়গঞ্জে। তারা ট্রেনে করে মাসে দুবার করে টিয়াপাখি নিয়ে

এসে পাচার করত। আজ সকালে ষ্টেশনে নেমে যখন তারা গাড়ি ধরছিল তখনই সন্দেহ হয় পুলিশের। তারা তখনই তাদের ষ্টেশনেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। এবং ওই টিয়াপাখিগুলিকে উদ্ধার করে। জানা গেছে তারা এর আগেও ট্রেনে করে ময়না এবং কাকাতুয়া পাচার করছিল। সকালেই ষ্টেশনে পাচারকারী ধরা পড়ায় প্রচুর মানুষ ষ্টেশনে পৌঁছে যান। আজ দুপুরে ওই পাচারকারীদের আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মোবাইল চুরির চেষ্টায় ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : সকালেই মোবাইল চুরির চেষ্টায় ধৃত দুজন কলেজ পড়ুয়া। সকাল বেলাতে ব্যক্তিগত কাজে ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের কাছে দুই কলেজ পড়ুয়া কিশোর ওই ভদ্রমহিলার মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। ভদ্রমহিলা চিৎকার করে লোকজনকে জানাতে থাকলে ওই দুই কিশোর ছিনতাই করা মোবাইলটি একটি ফ্ল্যাটের সামনে রেখে পালিয়ে যায়। ভদ্রমহিলার চিৎকার শুনে আশেপাশের মানুষ দৌড়ে গিয়ে ওই দুই কিশোরকে ধরতে চেষ্টা করলেও তারা একটি স্কুটি করে পালিয়ে যায়। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন এলাকাতে বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের উপদ্রব বেড়েছে বেশ কিছুদিন থেকেই। তারা কোনও কিছু বোঝার আগেই ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে মোবাইল এবং টাকা। তাদের অভিযোগ এলাকায় মেয়রের বাড়ি থাকলেও স্থানীয় প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই। দিনের পর দিন এই ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ স্থানীয় মানুষের

বেড়েছে অনেকটাই। জানা গেছে এইসব কলেজ পড়ুয়ারা মোবাইল এবং টাকা ছিনতাই করে নিজেদের নেশার সামগ্রীর টাকা জোগার করে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুস্থতার পথে বিমল গুরুং

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিকিৎসা শুরু হয়েছে বিমল গুরুং এর। আজ সকালে সিকিমের দুজন বিখ্যাত ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসা শুরু হয়েছে একদা পাহাড়ের সুপ্রিমোর। ডাক্তারেরা জানিয়েছেন প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছেন গোর্খা সুপ্রিমো। তার প্রেসার অনেকটাই নেমে গেছে, সুগার বেড়েছে অনেকটাই এবং পেটেরও কিছু সমস্যা আছে। অনশনের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ায় গুরুং ঠিকমত

খাওয়া দেওয়া করতে পারছেন না। অক্সিজেন এবং স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে গুরুংকে। আপাতত লিকুইড খাবার দেওয়া হচ্ছে গুরুংকে। আজ সকালে সিকিমের হাসপাতালে তাকে দেখতে পৌঁছান সুভাষ ঘিসিং এর পুত্র মন ঘিসিং। জানা গেছে গুরুংকে আপাতত পর্যবেক্ষণে রেখে দেওয়া হবে। তারপরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হবে। গত দুদিন থেকে সামান্য কথা বলছেন গুরুং। ডাক্তারেরা তাকে কথা বলতে এবং উত্তেজনা প্রশমন করতে বলেছেন। আজ সকাল থেকেই গুরুংকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছান তার অসংখ্য অনুরাগী। তবে ডাক্তারেরা তাকে ঢুকতে দেন নি।

ওষুধে হেরাফেরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে ওষুধের দামের হেরাফেরি। বিক্ষোভ ওষুধের ক্রেতাদের। একই নাম একই ওষুধ কিন্তু দাম আলাদা। ওষুধের দোকানে গিয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন ক্রেতারা। তাদের অভিযোগ কীভাবে এই ওষুধ বাজারে বিক্রি হচ্ছে ভেবেই পাচ্ছেন না তারা। শিলিগুড়ি হাসপাতালে একই নামের ওষুধের দাম দুজায়গায় দুরকম। কিন্তু কেন? বিক্রেতারা জানিয়েছেন আগের বছর পরের বছর এর জন্য এই দাম হতে পারে, কিংবা কোম্পানি আলাদা হবার কারণেই হতে পারে এই দামের তারতম্য। ওষুধের দামের হেরফেরও খুব একটা কম নয় তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। এ নিয়ে নর্থবেঙ্গল কেমিষ্ট এবং ড্রাগিষ্ট আসোসিয়েশনের-এর মন্তব্য তাদের কাছে এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি,তবে তারা শুনেছে এই ঘটনা চলছে। শিলিগুড়ি শহরের বেশ কয়েকটি ওষুধের দোকানে একই ওষুধের দাম আলাদা আলাদা করে নেওয়া

হচ্ছে। ক্রেতাদের অভিযোগ সব জানা থাকলেও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি এখনো পর্যন্ত।

পারভিন মাধ্যমিকে অষ্টম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৮৬নং পেয়ে শিলিগুড়ি মাদ্রিসা হাই ইস্কুলের জুলাইনা পারভিন মাধ্যমিকে অষ্টম স্থান আধিকার করল। শিলিগুড়ির অশোক নগরের মা আতিযা পারভিন এবং বাবা সন্দীপ পারভীনের সন্তান এবারে এখনো পর্যন্ত পাওয়া খবরে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী জুলাইনা সবসময় পড়াশোনা নিয়ে থাকতে ভালবাসে। এবারের রেজাল্ট নিয়ে জুলাইনা জানায় সে আগের থেকেই জানত তার ফলাফল নিয়ে। বড় হয়ে সে শিক্ষিকা হতে চায় বলে সে জানিয়েছে। তাকে পড়াশোনায় সাহায্য করেছে তার ইস্কুলের দিদিমনিরা এবং তার বাবা মা। জুলাইনা পারভীন জানিয়েছে সে দিনে নয় ঘন্টা পড়াশোনা করত। জুলাইনার প্রিয় খেলা ক্রিকেট, সে শচীন তেন্ডুলকারের সবচাইতে বড় ভক্ত। সে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ব। ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব বই সে পড়েছে বলে জানিয়েছে জুলাইনা। সে আরো জানিয়েছে সে বড় হয়ে দুঃস্থ এবং অনাথ শিশুদের পাশে দাড়াতে চায়। জুলাইনা জানিয়েছে সে সমাজে দুঃস্থ অথচ মেধাবী অর্থের অভাবে যারা পড়াশোনা করতে পারছে না তাদের পাশে দাঁড়াতে চায়। ভাল মানুষ হতে চায় সে জানিয়েছে জুলাইনা পারভীন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ জুন – ১০ জুন ২০২২

মেষ রাশি : অন্যের প্রতি জেদি মনোভাব ত্যাগ করুন। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। পিতা-মাতার সাথে কোনও বিষয়ে মতান্তর। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যার সম্ভাবনা। আয়ভাব ও কর্মভাব খুব শুভ নয়। নিজের এবং গুরুজনদের প্রতি যত্ন নিন।

প্রতিকার : নিজের কটু ব্যবহার ত্যাগ করুন নিজের সহোদরের প্রতি।

বৃষ রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে প্রতিভার বিকাশ। লেখক বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হওয়ায় সম্ভাবনা। চাকরিতে বাধা এবং চাকরি পেলেও তা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। ব্যবসায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। ভ্রমণে সাফল্য। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : ব্রোঞ্জের মুদ্রা সবুজ সুতোয় বেঁধে পরিধান করুন।

মিথুন রাশি : সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ঈশ্বরাধনায় ব্রতী। তীর্থভ্রমণে আগ্রহ।

প্রতিকার : সবুজ বস্ত্র গরিবকে দান করুন।

কর্কট রাশি : সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের লেখনী দ্বারা আয়ের সুযোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে মতান্তর। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফললাভ। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। আয়ভাব শুভ, ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে শস্য সেদ্ধ করে দান করুন।

সিংহ রাশি : স্বজনদের আচরণে মনোকষ্ট। ভাই-বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের কর্মে খুশির ছোয়া। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা। শারীরিক সমস্যার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখহানি। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সতর্কতার প্রয়োজন। চাকরি ক্ষেত্রে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন সূর্য দেবের আদিত্য হৃদয়ম্ পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে শুভ ফল লাভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ বুধায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে অহেতুক উদ্বেগ কমাতে হবে। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে কিছু গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতি ও সাফল্য। ব্যবসার প্রসারতার ক্ষেত্রেও বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য অশান্তি বিচ্ছেদে পরিণত হতে পারে। আয়ভাব ও কর্মভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার 'ওঁ ভাগবায় নমঃ' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : মিষ্ট জাতীয় খাবার খাওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধি। সন্তানের সাফল্যে খুশি হবেন। চাকরি নিয়ে বিভিন্ন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তেও হতে পারে। ব্যবসা ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা কাটিয়ে প্রসারতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। তবে স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা থাকবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ। আয়ভাব খুব শুভ ফলদাতা নয়। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার ওঁ ভোময় নমঃ জপ করুন।

ধনু রাশি : পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কিন্তু স্বজনদের বিরোধীতায় মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য খরচা বা ব্যয়বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হলেও বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সাফল্য আসবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ বিলম্ব। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার তুলসী গাছে জল দিন।

মকর রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভাই-বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। তবে বন্ধু স্থানীয় বা পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে কোনো কারণে গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো বিষয় নিয়ে বেশি জেদি হবে না। গোলযোগ বা বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সন্তানেরও কোনও বিতর্ক জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। তবে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেও তা প্রশমিত হবে।

কুম্ভ রাশি : দুগ্ধ বা দই জাতীয় খাবার খাওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধি। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজন বা বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের খুশিতে খুশি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে এবং ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। আয়ভাব ও কর্মভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির মন্দিরে তেলের প্রদীপ জ্বালান।

মীন রাশি : আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু স্বজনদের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যুপন্নমতিত্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ব্যবসা ও চাকরি ক্ষেত্রে শুভ সময় বলা যায়। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন।

শব্দবার্তা ২০২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সর্বোৎকৃষ্ট ৪। উক্ত নামে পরিচিত ৫। সাদৃশ্য ৭। মধুর ধ্বনি ৯। সীতা ১০। অতিরিক্ত ও আড়ম্বর।

উপর-নীচ

১। ক্লেশহীন ২। ফন্দি, কৌশল ৩। অতিথির সেবা ৬। মহাপুরুষ ৭। বড় মন্দিরা ৮। রাজা।

সমাধান : ২০১

পাশাপাশি : ১। একদা ৪। সম্যক ৫। রাজবংশ ৬। মহাকাশ ৭। জয়যাত্রা ৯। ভানুসিংহ ১১। রটনা ১২। করতে।

উপর-নীচ : ১। একরাশ ২। দানব ৩। বিদেশযাত্রা ৪। সমীহা ৬। মহাভারত ৭। জহরত ৮। যাতনা ১০। সিন্দুক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

ঘুম থেকে ডেকে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও উত্তেজনা ছড়ালো বাসন্তী ব্লকে। রাতের অন্ধকারে চললো গুলি। গুরুতর জখম হয়েছেন এক ব্যক্তি। তবে কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা নয়। খাস জমি দখল করাকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বাসন্তী থানার বল্লারটোপ গ্রাম। সেই গ্রামেই বসবাস করেন আশরাফ মন্ডল নামে জনৈক এক ব্যক্তি। গত তিন চার মাস আগে বাসন্তীর কালিডাঙার ইলিয়াছ মোল্লার সাথে খাস জায়গায় পুকুরের পাড় দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা সেই সমস্যার জন্য এলাকায় সালিশি সভা করে মীমাংসা করে দেয়। বুধবার রাতে বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলেন আশরাফ। অভিযোগ বুধবার রাত প্রায় ১১ টা নাগাদ দুই যুবক ঘুম থেকে ডেকে তোলেন তাকে। ঘুম থেকে উঠে বারান্দার দরজা খোলার আগেই আশরাফকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ওই দুই যুবক। তার মাথায় গুলি লাগলে ঘটনাস্থলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাতে থাকেন। সেই সুযোগে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। এরপর পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থা আশরাফকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে তার অবস্থা সংকটজনক হলে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা আরো গুরুতর হলে রাতে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে সেখানেই গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের ওই ব্যক্তি।

প্রতিবেশী তরাফ মন্ডল,এরাত মন্ডল ও সাকিল মন্ডলদের দাবি, খাস জায়গা দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে সমস্যা তৈরি হয়েছিল বল্লারটোপ গ্রামে আশরাফের সাথে কালিডাঙার ইলিয়াছদের। সেই সমস্য স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান এবং স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে জায়গার সমস্যা মীমাংসা হয়ে যায়। তারপরেও জায়গা দখল করার চক্রান্ত করে ইলিয়াছ-এর ছেলে খোকন মোল্লা ওরফে ওলিওল্লা। অভিযোগ ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি থেকে গুন্ডা ভাড়া করে এনে রাতের অন্ধকারে তান্ডব চালিয়ে এলাকায় অস্থিরতার সৃষ্টি করে। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে এমন চাঞ্চল্যকর শ্যুট আউটের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে শ্যুট আউটের জায়গাটি দড়ি দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে রয়েছে বাসন্তী থানার পুলিশ বাহিনী। অন্যদিকে অভিযুক্তদের ধরতে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

পাওনা টাকা চাইতেই মারধর চাষিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাওনা টাকা চাইতেই এক ধান চাষিকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো এক প্রতিবেশির বিরুদ্ধে। আর এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে চিকিৎ

সার জন্য ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালির সিড়িঘাট পাড়ার বাসিন্দা পেশায় ধান চাষি পরিমল বর্মন। তিনি গত প্রায় এক বছর আগে ধান বিক্রি করেছিলেন পচা মাহাতো নামে এক প্রতিবেশীর কাছে।

ধান বিক্রি বাবদ আট হাজার টাকা পাওনা ছিল। দীর্ঘ প্রায় একবছর পাওনা টাকা চেয়ে না পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাষি পরিমল বর্মন পচা'র বাড়িতে হাজির হয়। পাওনা টাকা চায়। অভিযোগ পাওনা টাকা চাইতেই পরিমলকে বেধড়ক মারধর শুরু করে। এমনকি তাকে মাটিতে ফেলে তার নাকে ঘুঁষি মেরে ফাটিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে ওই চাষি। এরপর পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। পরে ওই ধান চাষির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসার জন্য রাতেই তাকে আনা হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত চাষির পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে চাষি পরিমল বর্মন বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিরল সাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরল প্রজাতির সাপ দেখতে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার মানুষজন। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ধলীরবাটী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে গ্রামেরই এক ব্যক্তির বাড়িতে একটি হলুদ রঙের সাপ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে এমন অদ্ভুতপূর্ব সাপটি দেখে প্রথমেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বাড়ির কর্তা সহ অন্যান্যরা।তারা প্রতিবেশীদের ডেকে জড়ো করেন। এরপর কোনও রকমে সাপটি কে ধরে সোজা ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে রিবল সাপটি একটি সংস্থার হাতে তুলে দেয়। জানা গিয়ে সাধারণত এই হলুদ সাপটি

চিতিবোড়া গোত্রের। কোনও রকমে তার গায়ের রঙ হলুদ হয়েছে। এটা ব্যতিক্রম। সাপটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।সুস্থ হয়ে উঠলে স্থানীয় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, সাপটি দেখতে খুবই অপূর্ব। সম্ভবত এটি ব্যতিক্রম।তবে এটি বিষহীন ঘরচিতি গোত্রের।

স্ত্রীকে মেরে ফেলার অভিযোগে ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রীকে মেরে ফেলার অভিযোগে ধৃত স্বামী। ধৃতের নাম তরুণ ঘোষ (৪০)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার শ্রীপুর রামকৃষ্ণপুর ঘোষ পাড়ার তরুণ ঘোষের বিবাহিত জীবনে সেরকম কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু কিছুদিন আগে তরুণ ব্যবসার কাজে বাইরে গিয়েছিল। ফিরে আসার পরে কোনো একটি বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এর ১ দিন পরে স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। আর এই ঘটনা জানার পরে তরুণ ভয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে মেয়ের বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নামে এবং মঙ্গলবার রাতে তরুণকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

দিনের আলোতে পুকুর ভরাট

প্রিয় মুখার্জী : রেললাইনের ধারে থাকা পুকুর ভরাট করার অভিযোগ উঠল বারুইপুরে। স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানিয়ে কোনো কাজ হয় নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গোলপুকুর হরিজন পাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসক দলের প্রভাবশালী নেতাদের মদতেই দিনের পর দিন এই কাজ হয়ে আসছে। অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে মাটি ফেলার সামগ্রী ফেলে রেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় কাউন্সিলর অর্চনা ভদ্র বলেন,

আমি পুকুর ভরাট বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পুরসভাকে জানানোর পর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পুকুর ভরাট করা বন্ধ করতে বলেন। পরে ফের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে শুনছি জল জমা আটকাতেই মাটি ফেলা হচ্ছিল। যদিও এ প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী বলেন, আমরা পুকুর বন্ধের অনুমতি দিতে পারি না। আমি শুনছি ওটা শালী জমি। যদিও তাতে বিতর্ক থামছে না।

স্থানীয়রা মনে করছেন, এর পিছনে প্রভাবশালী কেউ রয়েছেন। ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস বলেন, বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। লক্ষীকান্তপুর রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে কচুরিপানা ভর্তি পুকুরটি। রীতিমতো উত্তরভাগ থেকে লরি করে মাটি নিয়ে পুকুরটি ভরাট করা হচ্ছিল। মাঝে কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকার পর আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসক দলের নেতার মদতে ভরাট করার পর সেই জমি বিক্রির ছক কষা হয়েছিল।

তৃণমূলে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের সাংগঠনিক মিটিংয়ে তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তুমুল তান্ডব চলল। মন্ত্রীর সামনেই গন্ডগোল থেকে শুরু করে হাতাহাতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছালো নামখানা থানার পুলিশ। গন্ডগোল করা বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে চলল লাঠিচার্জ। রবিবার নামখানার দ্বারিকনগরে জনসংযোগ অফিসে একটি সাংগঠনিক পর্যালোচনা চলছিল। সেই সাংগঠনিক পর্যালোচনায় উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এছাড়াও এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লক স্তরের শীর্ষ নেতা সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল নেতাকর্মীরা। হঠাৎই পদের রদবদল নিয়ে বচসা তৈরি হয় তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে। কয়েকদিন আগে নামখানার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পদের রদবদল হয়েছিল

তৃণমূলের। এরপর থেকেই পুরনো কর্মীরা ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। সেই ক্ষোভ শনিবার নামখানার দ্বারিকনগরের জনসংযোগ অফিসে সাংগঠনিক পর্যালোচনায় উগরে দিলেন পঞ্চায়েত স্তরের তৃণমূল নেতাকর্মীরা। আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ এই পদের রদবদল নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে চলে বচসা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতা জানান, শনিবার হঠাৎ এই রদবদল করাকে নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ, শিবরামপুর সহ অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা তৃণমূল নেতাকর্মীরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে দলে কাজ করেও তাদের পদ থেকে বাদ দিয়ে নতুন কর্মীদের ঢোকানো হয়েছে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয়নি। শুরু হয় তুমুল বচসা। ধীরে ধীরে সেই বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। পরিস্থিতি এমন গড়ায় যে মাঠে নামতে হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে নামখানা থানার ওসি বাপি রায় সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। গন্ডগোল থামাতে এবং গন্ডগোলকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে চলে পুলিশের লাঠিচার্জ। যদিও ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। পরে সমস্ত নেতাকর্মীদের বুঝিয়ে আবারো চা বৈঠকের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

তৃণমূলের মধ্যে নিজেদের গন্ডগোল করা করা নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সাগর মন্ডল ফাইভের যুব মোর্চার সভাপতি স্নেহাশীষ গিরি বলেন, নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে মারামারি করতে শুরু করেছে। এরা কী করে মানুষের উন্নয়ন করবে। সবে তো শুরু হয়েছে। এখনো দেখার অনেক কিছু বাকি। আস্তে আস্তে সব সামনে আসবে। এ বিষয়ে সিপিআইএম নেতা সজল ঘোড়ুই বলেন, তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন এখন রাস্তায় মারামারিতে এসে পড়েছে। এরা আগে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করবে, না মানুষের উন্নয়ন করবে।

ইমারতি দ্রব্য রাখার কারণে ধরপাকড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে রাস্তা দখল করে ইট,বালি, পাথর সহ ইমারতি মালপত্র ফেলে রাখার কারণে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। এবার সেই দুর্ঘটনা এড়াতে পথে নেমে ধরপাকড় চালাল নামখানা থানার পুলিশ।

রবিবার নামখানা থানার পুলিশ নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া সেতু থেকে লালপোল বাজার পর্যন্ত অভিযান চালল। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বেআইনিভাবে ইমারতি দ্রব্য রাখার জন্য ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি ৯ টি ট্রাকও আটক করেছে নামখানা থানার পুলিশ। ধরপাকড় চালানোর পাশাপাশি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের নামখানা ব্লকের দুপাশে রাখা ইমারতি দ্রব্য যদি না সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে আরও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে নামখানা থানার পক্ষ থেকে। রবিবার নামখানা বাজার থেকে লালপোল বাজার পর্যন্ত নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাপি রায় থানার অন্যান্য আধিকারিক এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে অভিযান চালায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দুদিকে মালপত্র রেখে চলছে ইমারতি ব্যবসা। ফলে মাঝেমধ্যে ঘটছিল দুর্ঘটনা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। রাস্তা ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা লেগেই থাকত। বিশেষ করে বকখালি ও মৌসুনি পর্যটনকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে প্রচুর পর্যটক আসেন। রাস্তার দু'পাশে বালি, পাথর,ইট রাখার কারণে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছিল। অবশেষে রবিবার পুলিশের হস্তক্ষেপে সরল জাতীয় সড়কের দুপাশে রাখা ইমারতি দ্রব্য। পুলিশের এই অভিযানে খুশি নামখানার বাসিন্দারা।

অপূর্ব সপ্তম,হতে চায় চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবা ফাল্গুনী নস্কর পেশায় সামান্য একজন বীমাকর্মী। সেই উপার্জনের ওপর ভর করেই ছোট থেকেই পড়াশোনা করে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে আসছে জয়নগর থানা এলাকার মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের মেধাবী ছাত্র অপূর্ব নস্কর। ছেলে ভালো ফলাফল

করতে পারে সেই কারণেই বাবা ও মা দু'জনেই বরাবরই আশাবাদী ছিলেন। সেই অবস্থায় শুক্রবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পরই জানা যায় যে অপূর্ব ভালো ফল করেছে এবং মেধা তালিকার মধ্যে সপ্তম স্থান করে অধিকার করেছে। স্বাভাবিক কারণেই খুশি নস্কর পরিবার। অপূর্বর মাধ্যমিকের ফলাফলের তার প্রাপ্ত প্রাপ্ত নম্বর হলো ৬৮৭। স্বাভাবিক কারণেই ছেলের পরিশ্রমের পর সার্থকতা মেলায় দারুণ উফুল্ল নস্কর দম্পতি। এদিকে কৃতী ছাত্র অপূর্ব জানিয়েছে সে আগামী দিনে চিকিৎসক হতে চায়।

পরিবেশ বাঁচাতে তিন যুবকের সাইকেলে কেদারনাথ যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আর তার আগেই পরিবেশ বাঁচাতে সুন্দরবন থেকে কেদারনাথ সাইকেল যাত্রা রায়দিঘীর ৩ যুবকের। পরিবেশ রক্ষার্থে সুন্দরবন থেকে সুদূর কেদারনাথ সাইকেল যাত্রা ৩ যুবকের। তিন যুবকের নাম অলোক হালদার, বাপন হালদার, অভিজিত গিরি। গাছ বাঁচাতে এবং সুন্দরবন রক্ষার্থে এই যাত্রা তাদের। এই অভিনব যাত্রাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই। একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান ছোটো বেলা থেকে পাঠ্যবইতে এই কথাগুলি পড়ে এসেছিল সুন্দরবনের ৩ যুবক। কিন্তু বড় হয়ে নিজেদের চোখের সামনে গাছ কাটা এবং তিলে তিলে সুন্দরবনকে ধ্বংস হতে দেখে তা মেনে নিতে পারেন নি ওই যুবকরা। সেকারণে গাছ বসানোর বার্তা দিয়ে সাইকেলে করে কেদারনাথ যাত্রা শুরু করেছিলেন ৩ যুবক। পথে নানরকমের বাধা বিপত্তি কাটিয়ে প্রায় ১৮০০ কিমি পথ অতিক্রম করে সদূর কেদারনাথ পৌঁছান তাঁরা। সুন্দরবনের রায়দিঘীর রাধাকান্তপুরে বাড়ি অলোক হালদার, বাপন

হালদার ও অভিজিৎ গিরি নামের ওই ৩ যুবক বছরখানেক ধরেই পরিকল্পনা করছিলেন এমনই একটি বার্তা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তবে প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতার জন্য তাদের সেই পরিকল্পনা সফল হয়ে ওঠেনি। অবশেষে সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে হাতে কিছু টাকা ও সাইকেল নিয়ে ২৫ এপ্রিল বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে তারা। পথে তারা গাছ কাটার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালান। সমস্ত দিন সাইকেল চালানোর পর রাত্রে তাঁরা আশ্রয় নিতেন মন্দির, স্কুল, ধর্মশালা কখনও বা পুলিশ ক্যাম্পে। পথে দেখা হত বিভিন্ন মানুষজনের সাথে। ওই তিন যুবক তাঁদের বোঝাতেন গাছ লাগানোর উপযোগিতা, সুন্দরবনকে রক্ষা করার উপযোগিতা সহ পরিবেশ বাঁচানোর কথা। পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন বাপন হালদার, পথে পাহাড়ে ধ্বস নামার মত ঘটনাও ঘটে। তবে সে সব কিছুই কেদারনাথ যাওয়া পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অবশেষে ২৩ দিন সাইকেল চালানোর পর ১৮ মে তারা পৌঁছান কেদারনাথে। সুন্দরবনের ওই ৩ যুবকের এই উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে সকলের কাছ থেকে। সাইকেল নিয়ে ওই ৩ যুবক মে মাসের শেষে বাড়িতে ফিরলে গ্রামের লোকজন তাদের ব্যান্ড বাজিয়ে স্বাগত জানায়। গলায় দেওয়া হয় ফুলের মালা। তবে সুন্দরবনকে বাঁচাতে এখানেই থেমে থাকতে চান না তাঁরা। আগামী দিনে পরিবেশ বাঁচাতে এবং সুন্দরবন রক্ষার্থে আরও কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এভাবে তাঁদের মতো সুন্দরবনের অন্যান্য যুবকরা সুন্দরবনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে আগামীতে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে সুন্দরবন এমনই মনে করছেন তাঁরা। আর পরিবেশ সচেতনতার এমন উদ্যোগে আর ও মানুষ এগিয়ে আসুক এটাই চায় তাঁরা।

বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা শিবির

অমিত মন্ডল : একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এখনো সুন্দরবনের বহু জায়গায় দেখা যায় বাল্যবিবাহ এর মতো সমাজ-ব্যাধি। পাশাপাশি বেড়েছে শিশুশ্রম। বিশেষ করে লকডাউনের পর থেকে বাল্য বিবাহ ও শিশুশ্রম যেন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় কাকদ্বীপ মহকুমার কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর ব্লকের বেশিরভাগ জায়গাতে এই বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম যেন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একের পর এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী প্রকল্প গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র বাল্যবিবাহ রোধের জন্য। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে প্রেমঘটিত বিয়ে হওয়ার কারণে বাল্যবিবাহের আধিক্য বেড়েছে। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম রোধের জন্য সরকার আইন চালু করেছে। একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রামে গ্রামে গিয়ে সচেতন করছে। তারপরেও হুঁশ ফিরছে না সাধারণ মানুষের। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের মৌশুনীর বাগডাঙাতে চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে করা হলো এক সচেতনতা শিবির। এইদিনের সচেনতা শিবির

মূলত ওপেন হাউস শিবির। এই শিবিরে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে শিশুদের মুখোমুখি আলোচনা। শিশুদের কী সমস্যা রয়েছে। আর এই সমস্যার সমাধান করতে কী কী অসুবিধা হচ্ছে। এইসব নিয়ে মূলত শিবির। এদিনের শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি সবাইকে এক বাক্যে শপথ করানো হয় কেউ বাল্য বিবাহ করবে না ও বাল্যবিবাহ হতে দেবে না। এ বিষয়ে সাবসেন্টার হেড অর্চনা হালদার জানান, আজকের শিবিরটি ছিল মূলত ওপেন হাউস শিবির। এই শিবিরে মাধ্যমে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে আমরা শিশুদের যোগাযোগ স্থাপন করে যাতে শিশুদের কী সমস্যা রয়েছে আর সমাধান এর উপায়টা জানার চেষ্টা করা হয়। এলাকার মানুষ এই শিবির আরও বেশি করে চাইছে।

মাদক বিরোধী প্রচারে নামল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেশা মুক্ত সুস্থ সমাজ গড়তে এবার রাজপথে নামলো সুন্দরবনের ঝড়খালি কোষ্টাল

থানার পুলিশ। মঙ্গলবার এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করে মাইক নিয়ে প্রচার করা হয় কোষ্টাল থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। থানার ওসি প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে এদিন নেশা বর্জন করুন,নেশামুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে তুলুন' প্রচারে অংশ নেন এলাকার বেশকিছু মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে মাইক হাতে নিয়ে প্রচার করা হয় মদ্যপান থেকে দূরে থাকুন,তামাক গুটখা বর্জন করুন,ধূমপান থেকে বিরত থাকুন,তামাক সেবন ক্যানসারের উৎস এবং মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়া'। থানার আধিকারিক প্রদীপ রায় জানিয়েছেন, নেশা মানেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু। যাতে করে সেই পথ থেকে সাধারণ মানুষ বিরত থাকেন এবং নেশামুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে তার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা।'

বাবা লোকনাথের ১৩২তম তিরোধান মহোৎসব চাকলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার চাকলায়, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৯ জ্যৈষ্ঠ তিরোধান দিবসকে কেন্দ্র করে ২, ৩ এবং ৪ জুন ২০২২ এই তিনদিন ব্যাপী ১৩২তম তিরোধান মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসব প্রায় দুই শতাধিক দুঃস্থ বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট বিতরণ সহ দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কুল পাঠ্য বই, খাতা বিলির পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে প্রায় দেড়শো মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় দুই শতাধিক মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় বলে জানালেন, চাকলা লোকনাথ সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি নবকুমার দাস। এই মহোৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করেছেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা, এসপি রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বারাসত এসডিপিও সত্যব্রত চক্রবর্তী, এসডিপিও সৌম্যজিত বড়ুয়া, দেগঙ্গা আইসি অজয় কুমার সিনহা, এসআই সুময় ঘোষ, তরুণ নাগ, ওসি অম্লান কুমার দত্ত, বিধায়ক রহিমা মণ্ডল, আনিসুর রহমান, মফিজুল হক, মিন্টু শাহজী, পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা দাস কাহার প্রমুখ ছাড়াও স্থানীয় মুসলিম পাড়া, দাস পাড়া ও কাহার পাড়ার সাধারণ মানুষ বলে উল্লেখ করেন সভাপতি নবকুমার দাস।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৪ জুন– ১০ জুন, ২০২২

বিজ্ঞাপনী স্বচ্ছতা

স্বচ্ছ বাংলার ভাবনায় এ রাজ্যে পরিবর্তন ঘটেছিল। যখন ভারত ভাবনার ঢক্কা নিনাদে, বিজ্ঞাপনে দেশ তোলপাড় তখনও কিন্তু অস্বচ্ছতার গ্লানি এ দেশ থেকে দূর হয়নি আজকের মতোই। তথ্য জানবার আইন ২০০৫ বহু আগেই এ দেশের মানুষ স্বাদ পেয়েছেন তখনও কিন্তু এ রাজ্যে তথ্য জানার অধিকার সবার ছিল না। আমলা বাম আমল। সে সময় রাজ্যের তথ্য আধিকারিক কে ছিলেন কিংবা কি উত্তর দিয়েছেন তা নিয়ে অনেক ধোঁয়াশা ছিল। ভারতের বহু রাজ্যে পঞ্চায়েত আয়ব্যয়ের হিসাব খরচ প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষের জন্য প্রদর্শিত হলেও এ রাজ্যে বহু প্রকল্প পরিকল্পনার প্রকাশ্য হিসাব নিকাশ দেবার অভ্যাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। বহু সরকারি প্রকল্প–পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হয় কাটমানি চাপান উতর।

কথায় বলে বাহ্যিক শত্রুতা থেকে আসে আন্তরিক শুদ্ধতা। বাহ্যিক স্বচ্ছতা ও এ বাংলায় জরুরি। পরিষেবা রক্ষার তাগিদে এবং দৃশ্যদূষণ প্রতিরোধে। ভারতের বহু রাজ্যে প্রবেশ করলে মনে হবে না যে রাজ্যে কোন রাজনৈতিক দল আছে কিনা কিংবা লক্ষ লক্ষ টাকার বৃহদাকার ফ্লেক্স–বিজ্ঞাপনে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটনে আগত মানুষকে সরকারি প্রকল্প উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনানোর, দেখানোর তাগিদ। ওড়িশা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলিতে এমন কী খোদ রাজধানী দিল্লিতে এই ফ্লেক্সে সরকারি নেতা নেত্রীদের মুখ সহযোগে প্রচার চোখে পড়বে না যেমনটা দক্ষিণ ভারত কিংবা পশ্চিম বাংলার আনাচে কানাচে। সরকারি বিজ্ঞাপনে পাশাপাশি নানা বেসরকারি উদ্যোগপতিদের পণ্যের বিজ্ঞাপন। রাজস্বখাতে আয় হয় বেসরকারী উদ্যোগপতিদের বিজ্ঞাপন থেকে। যদিও দৃশ্য দূষণ কিংবা প্লাস্টিক দূষণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। ইদানিং কালে দৈনিক সংবাদপত্র গুলির একাধিক পুরো পাতার সরকারি বিজ্ঞাপন বেশ কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠেছে। খুব সম্প্রতি তেলেঙ্গানা রাজ্য এগিয়ে চলেছে। এই মর্মে কলকাতার বাংলা সংবাদপত্রের এবং আরও কয়েকটি ভাষার সংবাদপত্রের প্রথম তিন পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন। ভিন রাজ্যের মানুষের কাছে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কোন রাজ্যের প্রচার বার্তার নেপথ্যে পরোক্ষে শাসক দলের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি প্রচারের তাৎক্ষণিক মাধ্যম হিসাবে দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলি অন্যতম হাতিয়ার। সংবাদপত্র গুলিকে 'গুডবুকে' রাখতে গিয়ে রাজ্য গুলির উন্নয়নে স্বচ্ছতা কতটুকু বজায় থাকছে কিংবা ব্যহত হচ্ছে পরিষেবা তা নিশ্চয় ভাবার কারণ। আজ যখন চাকরির নিয়োগ, নির্মাণে ব্যয়, নানা ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠছে এবং আদালতের হস্তক্ষেপে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে তখন সঠিক স্বচ্ছতা ঘরে বাইরে ভীষণ জরুরি। ভোটে জেতাই গণতন্ত্রের শেষ কথা হতে পারে না। গণতন্ত্রের সুফল যাতে প্রতিটি নাগরিক উপলব্ধি করতে পারে সেই স্বচ্ছতার স্থানে পৌঁছে যাবার দক্ষতাই সকল সরকারের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

প্রতিপন্ন হয়েছে। পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপের এই মন্ত্রে উল্লিখিত সব সুযোগই সহজলভ্য হয়। ভক্ত যে নয় প্রকার দিব্য কর্মানুষ্ঠান করে ভগবদ্ভজন করেন তা হচ্ছে— ১) ভগবান সম্বন্ধে শ্রবণ, ২) ভগবানের গুণকীর্তন, ৩) ভগবানকে স্মরণ ৪) ভগবানের পাদপদ্মের সেবন, ৫) ভগবানের প্রতি অর্চন, ৬) ভগবানের প্রতি বন্দনা, ৭) ভগবানের প্রতি দাস্য, ৮) ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য উপভোগ এবং ৯) ভগবানের প্রতি সবকিছু আত্মসমর্পণ। ভগবদ্ভক্তির এই নয়টি প্রণালীর সব কয়টি বা যে কোন একটিই নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভে ভক্তকে সাহায্য করে। এভাবেই জীবনের শেষে ভগবানকে স্মরণ করতে ভক্তের পক্ষে সহজ হয়। ভগবদ্ভক্তির এই নয়টি বিধির সব কয়টি অথবা একটির পর একটি গ্রহণ করলে নিরন্তর ভগবানের সান্নিধ্যে থাকতে ভক্তকে সাহায্য করে। এভাবেই জীবনের অন্তিমকালে ভগবানকে স্মরণ করা সহজ হয়। এই নয়টি বিধির একটি মাত্র গ্রহণ করে, পরবর্তী খ্যাতিমান ভগবদ্ভক্তদের পক্ষে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছিল– ১) শ্রবণ করেই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্র এবং কার্যত বৈদিক সব মন্ত্রই সংক্ষেপে বেদান্তসূত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তার যথাযথ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বৈদিক

ফেসবুক বার্তা

ফিরছে অ্যাম্বাসেডর ২.০

ব্রিটিশ গাড়ি মরিস অক্সফোর্ড থ্রি এর আদলে তৈরী হয়েছিল অ্যাম্বাসেডর, ৫০ বছর ভারতীয় বাজারে একাধিপত্যের পর ২০১৪ -এ প্রোডাকশন বন্ধ করে দেয় হিন্দুস্তান মোটরস্, সেই হিন্দুস্তান মোটর ফিরছে আবার, গাটছড়া বাধছে ফরাসী সংস্থা Peugeot, খুলবে হিন্দমোটরে কারখানা, ২০২৪ এর মধ্যেই লঞ্চ

www.facebook.com/thehooghlybuzz

সাইকেল ব্যবহারে দেশের সেরা বাংলা

দেবাশিস রায়

সম্পূর্ণভাবে দূষণ হীন যানের প্রসঙ্গ উঠলেই সবার আগে মনে পড়ে যায় বাইসাইকেলকের কথা। ৩ জুন বিশ্বজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডে। এদেশেও বিভিন্ন প্রান্তে দিনটি উদযাপিত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ব্যাপক কদর রয়েছে এই দু'চাকা বিশিষ্ট যানের। এমনকি, ভারতবর্ষও পিছিয়ে নেই সাইকেল ব্যবহারকারীর শীর্ষ তালিকায়। তবে, আমাদের অত্যন্ত গর্বের পশ্চিমবঙ্গ যে এক্ষেত্রে দেশ সেরা তকমা পেয়েছে সেটা হয়তো অনেকেরই অজানা। এরাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষেরই অত্যন্ত ভরসার যান এই বাইসাইকেল। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সমীক্ষায় সম্প্রতি এই তথ্য উঠে এসেছে। দূষণহীন যান সাইকেলকে বিশ্বব্যাপী সকল শ্রেণির মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ইউনাইটেড নেশনস এগিয়ে আসে। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর ইউনাইটেড নেশনস ঘোষণা করে দেয় প্রতি বছর ৩ জুন ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডে উদযাপন করা হবে। সেই থেকেই আজও চলছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে বাইসাইকেল যে মানবজীবনে শরীরচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এই বার্তাটিও সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানবসভ্যতার অপরিণামদর্শী অসংখ্য কর্মকাণ্ডের জন্য আধুনিক বিশ্বকে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ভয়ংকর থাবা প্রতিনিয়ত গ্রাস করছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ ভয়ংকরভাবে বায়ুদূষণ বৃদ্ধি। লক্ষ লক্ষ কলখানার পাশাপাশি পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত যানবাহনের ব্যাপকমাত্রায় নির্গত ধোঁয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সাংঘাতিকভাবে দূষিত হচ্ছে। এর ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন ভয়ংকরভাবে চোখ রাঙাচ্ছে। অবিলম্বে এর কবল থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে বিশ্বব্যাপী বায়ু দূষণ যেকোনও উপায়ে কমাতেই হবে। সেদিক থেকে বাইসাইকেলের ভূমিকা নেহাৎ কম নয়। ব্যাটারি কিংবা হাইড্রোজেন জ্বালানি চালিত বিভিন্ন ধরনের যানবাহন থেকে ধোঁয়া বের হয় না। বাইসাইকেল চালাতে তো জ্বালানির দরকারই নেই। তাই ধোঁয়া নির্গত হওয়াটা প্রশ্নাতীত। কেন্দ্র সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী সাইকেল ব্যবহারের ওপর একটি বিশেষ সমীক্ষা চালিয়েছিল। সেই সমীক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে বলে জানা গিয়েছে। এরাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষের প্রিয় বাহন হল বাইসাইকেল। সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ তাদের কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য সাইকেলের ওপর ভরসা করে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে রাজ্যজুড়ে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে সবুজ সাথি প্রকল্পের কল্যাণেও মাধ্যমিক স্তরের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার মধ্যেও সাইকেলের কদর বেড়েছে। যাতে নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছে বঙ্গবাসী।

বাম অনুকরণেই বিড়ম্বিত মমতার রাজনৈতিক পথ

নির্মল গোস্বামী

৩৪ বছরের বাম শাসনে দলতন্ত্রের ফাঁসে মানুষ তখন হাঁসফাঁস করছে। মমতা ব্যানার্জী এলেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের বার্তা নিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়নের রূপরেখা তেমন ভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারেনি। মানুষও মমতার কাছে উন্নয়নের আশা করেনি। যদি করতো তাহলে সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামের আন্দোলনে সাধারণ মানুষ বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে যেতো। কারণ শিল্পের বিরোধিতা করেই মমতার উত্থান। মানুষ চেয়েছিল রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক। এই যে অগণতান্ত্রিক ভাবে সরকারি ক্ষমতার জোরে বলপূর্বক কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া এরই বিরোধিতা করে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল।

মানুষের সে আশা পূর্ণ হয়নি। কারণ মমতা ক্ষমতায় এসেই সিপিএম–এর ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় বার বার বলতেন যে মমতা হলো সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী। নবাগত শাসক চলে যাওয়া শাসকের পদাঙ্ক অনুসরণ করাটাই বেশি পছন্দ করে। কারণ তাতে ঝুঁকি কম। সিপিএম ৩৪ বছর শাসন ক্ষমতায় কী করেছিল তার রূপরেখা বিশ্লেষণ করে সেই পথে চলে তারও থেকে বেশি দিন কীভাবে ক্ষমতা ধরে রাখা যায় সেই প্রচেষ্টাই স্বাভাবিক একজন নতুন সরকারের কাছে। সেই জন্যই শাসনতন্ত্রাবলীতে 'দৃষ্টান্ত' বলে একটা শব্দ আছে। এক শাসক দৃষ্টান্ত তৈরি করেন ভবিষ্যত শাসক যাতে সেই পথে চলে। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে মূলত আকবরের সুশাসনের জন্যই পরবর্তী ১০০ বছর মোঘল শাসকরা নির্বিঘ্নে ভারত শাসন করতে পেরেছিল। ফলে মমতা ব্যানার্জী কেন সিপিএম–এর পথে চলছে সে বিষয়ে আক্ষেপ করার কোন যুক্তি নেই।

অনেকে আক্ষেপ করে যে মমতা ব্যানার্জী ইচ্ছাকরলে রাজ্যে গণতন্ত্রের পুর্নপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। ঘটনাবিহীন অন্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও ভোট পরিচালনা করতে পারতেন। বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে একটু ফাঁকা জায়গা দিতে পারতেন। শিক্ষক সহ সকরারি চাকরিতে নিয়োগ স্বচ্ছভাবে করতে পারতেন। তার সঙ্গে ছিল তার উন্নয়নের কর্মসূচি কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যদি করতে পারতেন তাহলে সারা দেশে মমতা ব্যানার্জীর নামে জয়গাঁথা যশো গান গাওয়া হতো।

তার পরিবর্তে আজ সরকারি নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের রায়ে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বেইজ্জত হয়েছে– বিগত ১১ বছরে তা হতে হয়নি। সরকারে মন্ত্রী আমলারা আজ লজ্জায় মুখ ঢাকতে ব্যস্ত। মুখপত্ররা কোন রকমে সামাল দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জনগণের কাছে তা যে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না সেটা তারাও জানে।

এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হল যে মমতা ব্যানার্জী কেন ব্যতিক্রমী শাসক হতে পারলেন না। অবশ্য

ব্যতিক্রমী তিনি হয়েছে অন্য অর্থে। সেটা হল যে তিনি বিরোধী থাকাকালীন যে যে কাজের বিরোধিতা করতেন সরকারি ক্ষমতায় এসে ঠিক তাই তাই করছেন। যদিও সব শাসকরা এটা করে থাকে। দেশের আর কোন রাজ্যে ৩৪ বছরের সরকারকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করতে হয়নি কোনও নেতাকে। তাই মমতা ব্যানার্জীর কাছে মানুষের আশা ভরসা একটু বেশিই ছিল। যাই হোক যে কথা হচ্ছিল মমতার কাছে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন পারলেন না, সেই বিষয়ে আসা যাক।

প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে যে বামপন্থীদলের নেতারা কর্মীরা বিপ্লবের আদর্শকে সামনে রেখে দলে যোগদান করেছিলেন। তাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কংগ্রেসী সরকারের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কিছু পাবার জন্য তারা দল করতে আসেনি। বিপরীতে দলের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে। দলের নিয়ম শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে মেনে তবে দলের সদস্য হতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি দলকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেখানে এতোটুকু পদস্খলন বরদাস্ত করা হয় না। সেই দলের শাসনে যখন দুর্নীতির বাসা বাঁধে তখন মনে করতে হয় যে এটাই বোধহয় রাজনীতির ভবিতব্য। তোলাবাজী, সিন্ডিকেট রাজ তাদেরই সৃষ্ট।

এ প্রসঙ্গে বরুণ সেনগুপ্তের কথা মনে পড়ে। বাম শাসনের পাঁচ বছর অতিক্রান্তের পর বরুণবাবু বড়বাজারে ব্যবসায়ী মহলে একটা সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন পার্টিকে চাঁদা দেওয়া নিয়ে। সেখানে ব্যবসায়ীরা বলেছিলেন যে কংগ্রেসের রাজত্বে একই ইস্যুতে বিভিন্ন নেতারা বার বার চাঁদা নিত। কিন্তু এরা একটু বেশি নেয় কিন্তু একজন একবারই নেয়। এটা তাদের কাছে ভালো। বাম আমলেও স্বজন পোষণ হতো, পার্টি পোষণ হতো চোখ রাঙিয়ে শীতল শাসানি দেওয়া হতো বিরোধীদের।

> মানুষের সে আশা পূর্ণ হয়নি। কারণ মমতা ক্ষমতায় এসেই সিপিএম–এর ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় বার বার বলতেন যে মমতা হলো সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী।

বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য ধোপা–নাপিত বন্ধ করা হতো। মজুর বয়কট করা হয় পার্টির নির্দেশে। ভোট লুট হতো তবে তা নিরবে–নিঃশব্দে। তারা নিয়ম মেনে নিয়ম ভাঙত। কাউকে চাকরি দেবে হয়তো প্রতিবন্ধী কোটায়। ভালোমানুষ, কিন্তু তাকে ৯০% প্রতিবন্ধীর শংসাপত্র পাইয়ে দিল। একজ্যাম ক্যাটেগরিতে চাকরি দেবে ডিএম অফিস থেকে সার্টিফিকেট বের করে দিল, তারপর চাকরি দিল। নম্বর কম অথচ প্যানেলে নাম তুলতে হবে। ১৯ কে ৯১, ১৫ কে ৫১ করে দেওয়া তো ছিলই। তখনকার দিনে প্রত্যেক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে একজন করে কমরেড বসে থাকত। তারা কোথায় ভ্যাকান্সি আছে সেই অঞ্চলের পার্টির লোকজন যাতে কল পায় তার ব্যবস্থা করত।

একটা সুসংগঠিত ক্যাডার ভিত্তিক দল যে কাজগুলো সুচারুরূপে করত, সেই কাজ তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা অতো সহজভাবে করা সম্ভব নয়। প্রথমত তৃণমূল কংগ্রেস সুসংগঠিত দল নয়। দ্বিতীয়ত আমাদের বুঝতে হবে যে ৩৪ বছরের ক্ষুধা নিয়ে কংগ্রেসীরা মূল কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে ভিড় করেছিল, শুধুমাত্র এই আশা নিয়ে যে মমতা ব্যানার্জী তাদের সরকারি ক্ষমতার কাছাকাছি এনে দেবে। ক্ষমতা পাওয়ার পর অন্যদলের ধান্দাবাজরা ভিড় করল। মমতা তখন দল ভারী করাটাই একমাত্র লক্ষ্য। বাছবিচারের সময় কই? তৃণমূল কংগ্রেস কেমন ক্ষুধার্ত ছিল তার নমুনা হল কবির সুমন। তিনি এমপি হয়ে কিছুদিন কাজ করার পর তার অভিযোগ টিভির সামনে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন খালি 'খাব–খাব–খাব'। খাবার জন্য যারা দল করছে তাদের খেতে দিতে হবে এটা জানেন নেত্রী। তাই তিনি মাঝে মাঝে বলেন যে কে কি করছে আমি সব জানি। এটা মিথ্যা কথা নয়। তিনি বিচক্ষণ নেত্রী তার পক্ষে না জানাটাই অস্বাভাবিক। তিনি জানেন ক্ষমতায় থাকার জন্য ভোট দরকার। আর সেই ভোট যারাই এনে দেবে তারই দলের সম্পদ। তারা জনগণের কাছে যতই আপদ হোক না কেন? তিনি চেয়েছেন অনুদান দিয়ে মানুষের অন্য ক্ষোভকে মিটিয়ে দিতে। দুর্নীতি মুক্ত করতে হাজার চেষ্টা করলেও তা তিনি আর করতে পারবে না। বোতল থেকে দৈত্য একবার বের হলে আর তাকে বোতল বন্দি করা যায় না। সিপিএমএর স্টাইলে সিপিএমকে অনুসরণ করতে তৃণমূল দল অপরাগ। তাই পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। নেত্রীর শত সততার বাণী সবই ব্যর্থ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য যে পরে যারা ক্ষমতায় আসবে তারাও তৃণমূলের পদাঙ্ক অনুকরণ করবে। এটাই বঙ্গরাজনীতির বাধ্যবাধকতায় দাঁড়িয়েছে।

দেশ দেশান্তরে

বঞ্চিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রণব গুহ

নতুন স্কিমে ৫০টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের হাইপোটেনশিয়াল ইনডিভিজ্যুয়াল ভিসার (এইচপিআই) অধীনে ব্রিটেনে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে যুক্তরাজ্য সরকার। এইচপিআই রুট হলো একটি আনক্যাপড দুই বছরের ইউকে ওয়ার্ক ভিসা (যাদের পিএইচডি আছে তাদের জন্য তিন বছর) কেরিয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ে স্নাতকদের জন্য। স্নাতকদের অবশ্যই তাদের আবেদনের ঠিক পাঁচ বছরের মধ্যে একটি যোগ্য আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হতে হবে। কিন্তু এই সুযোগ নিতে পারল না কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কারণ যে সব বৈশিষ্ট্য থাকলে এই স্কিমের অন্তর্ভূক্ত হওয়া যেত তার কোনটাই নেই এদের। অথচ একসময় বিলেতে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে

ভারতীয়রা অনেকটাই এগিয়ে ছিল। বহু ভারতীয় ছাত্রছাত্রী বিলেত ফেরত তকমা নিয়ে এদেশে বহু নাম কিনেছে। আজ আর সেই গরিমা নেই। এদেশের আইআইটিগুলির একটিও ৫০টির মধ্যে স্থান করে নিতে পারে নি। কিউএস, টাইমস হায়ার এডুকেশন এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির আকাদেমিক র‍্যাঙ্কিং দ্বারা বার্ষিক উৎপাদিত তিনটি র‍্যাঙ্কিং তালিকার অন্তত দুটিতে পঞ্চাশের মধ্যে স্থান করে নিতে হবে। সবার জন্য উন্মুক্ত এই সুযোগ ভারতীয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নিতে না পারাটা সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক।

কয়েকদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভালো র‍্যাঙ্কিং করার জন্য খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল পিছিয়ে নেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও। দেশের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় থাকা এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্য ছাত্রছাত্রীরা মুখিয়ে থাকে। এদের ওপরে রয়েছে আইআইটিগুলি। তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও। মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া প্রভৃতি প্রকল্পে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। অথচ ব্রিটেনের এমন একটি প্রকল্পে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থাকতে না পারায় স্বাভাবিক ভাবেই সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে। নিজেদের উদ্যোগে কেরিয়ার গড়তে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা এখন বিদেশ পাড়ি দিতে এক পা এগিয়ে। এজন্য অভিভাবকদের ঢালতে হচ্ছে বিপুল অর্থ। কিন্তু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের সক্ষম করে বিদেশের নানা প্রকল্পের উপযুক্ত হয়ে উঠলে অনায়াসে ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পেতে পারে।

পাঠকের কলমে

সারদার টাকা কোথায়?

সারদা, রোজভ্যালি ইত্যাদির চিট ফাণ্ডের টাকা কোথায় গেল? সুদীপ্ত সেন ও গৌতম কুণ্ডুকে

বলির পাঁঠা বানিয়ে রাজনৈতিক নেতারা দিব্যি আনন্দ করে বেড়াচ্ছে।

অনেকে বলে থাকেন চিট ফান্ডের বেশি সুদ পাওয়ার আশায় কেন মধ্যবিত্তরা টাকা রাখে। যত দোষ নন্দ ঘোষ। এর জন্য সরকারই দায়ী। কেন না, তাদের আক্ষরিক চেষ্টায় একদিকে বাজারের দাম বাড়ছে। অন্য দিকে সুদের হার কমছে। আয় কমছে ব্যয় বাড়ছে, মানুষ খাবে কি– কোনও নেতাই ভাবে না। নেতারাই হল সর্বনাশা।

সাবিত্রী পাল, বেহালা

সম্প্রতি ওই দুজনকে নিয়ে বিচার জগতে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তাঁদের দুজনকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েও আদর করে জেলেই রাখা হয়েছে। সুদীর্ঘ ২২এবং ৮ বছরের জেল খাটার পরও তাদের শাস্তি নেই। তাদেরকে বলির পাঁঠা বানিয়ে নেতারা দিব্যি রসে বসে আছেন। কিন্তু যাদের টাকা গেছে তাদের টাকা পাওয়ার কথা কেউ কী ভাবে না? প্রশ্ন রাখি টাকা ফেরৎ দেবার দায় কার? আইন জগতের কি হাল?

নবীন পাল, যাদবপুর

প্রশ্ন উঠেছে চিট ফান্ডের টাকা দেবে কে? আমার মনে হয় সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের থেকে এই টাকা দেওয়া হোক। নেতাদের তো টাকার অভাব নেই। আর যে যাই বলুক সবই তো চুরির টাকা। তাই ওই টাকা আর্ডিন্যান্স করে ফেরৎ দেওয়ার কথা হোক। এসব গচ্ছিত টাকা কাদের জন্য।

সনৎ মণ্ডল, বারুইপুর

বাস ভাড়া নিয়ে ঝগড়া

বাস ভাড়া নিয়ে নিত্য ঝগড়া চলছে। বাস ভাড়ার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আইটিএ–র হাতে। এখন তা নেই। কোনও বাসেই আরটিএর চার্ট নেই। বাসওয়ালারা তাদের খুশিমতো ভাড়া আদায় করছে। তাহলে প্রশ্ন উঠেছে আরটিএর– যখন কোনও কাজ নেই তবে তাদের জনগণের পকেটের টাকায় পোষণ করতে হবে কেন? পরিবহন দফতর আর মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে না থাকায় পুর পরিবহন দফতর পোষার কোনও অর্থ হয় না। অর্থ হয় পরিবহন মন্ত্রীরও। তাই পরিবহন মন্ত্রী সহ পুর পরিবহন দফতর তুলে দেওয়া হোক। এতে সরকারি পয়সা বাঁচবে। মণিকা নাথ, সোনারপুর

পুলিশ রেখে লাভ কি?

দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করার কাজ পুলিশের। কিন্তু বর্তমানে তার উল্টে হচ্ছে। এ অবস্থায় পুলিশের মাহিনা জনগণ দেবে কেন? পুলিশ যাদের জন্য কাজ করে অর্থাৎ পুলিশমন্ত্রী ও তার পার্টি। তাদের ব্যক্তিগত টাকার অভাব নেই। ওদের পকেট থেকে পুলিশের মাহিনা দেওয়া উচিৎ। পুলিশের মাথা থেকে অশোক স্তম্ভের ধ্বজ খুলে ফেলা উচিত। সম্রাট অশোকের প্রজাপালনের ধর্ম পুলিশ পালন করেনা। তাই অশোক স্তম্ভ পুলিশের মাথায় শোভা পায় না বরং অশোক স্তম্ভের অবমাননা

হচ্ছে। তাই অবিলম্বে পুলিশের টুপি থেকে অশোক স্তম্ভ খুলে দিয়ে মহারাজা অশোককে সম্মান দেওয়া হোক। ভারতী রায়, ভবানীপুর

পঞ্চায়েত ভোটের আগে চাহিদা বাড়ছে দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিয়মমাফিক এখনও প্রায় এক বছর বাকি আছে। অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই দুষ্কৃতীদের চাহিদা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও বিভিন্ন এলাকায় দুষ্কৃতীরা এখন বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পরপর চমকে দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই দুষ্কৃতী কার্যকলাপ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আর কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। জেলাজুড়ে পাচারকারী থেকে শুরু করে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, বোমা তৈরির কারিগর ও কারবারি, ভাড়াটে খুনি সহ প্রায় সব ধরনের দুষ্কৃতীদের আনাগোনা চলছে তো চলছেই। আর তাদের এইসব কর্মকাণ্ডে প্রায়শই যেভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া মহকুমার নাম উঠে আসছে তাতে এই এলাকা এখন দুষ্কৃতীদের করিডর রূপে বিভিন্ন মহলে পরিগণিত হচ্ছে। এমনই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাটোয়া মহকুমা ও সন্নিহিত বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকার ওপর রাজ্য পুলিশ-প্রশাসন সহ গোয়েন্দা বিভাগের তরফে নজরদারি শুরু হয়েছে বলে একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। দিনকয়েক আগে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ এক কর্মী ব্যক্তিগত কাজে কাটোয়ায় এসেছিলেন। সেইসময় তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ দুষ্কর্মমূলক কার্যকলাপের একাধিক বিষয় উঠে এসেছিল। এই জেলা রাজ্যের শস্যগোলা রূপে দেশজুড়ে যেমন পরিচিত লাভ করেছে পাশাপাশি নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, বোমা, মাদক দ্রব্য, জাল নোট তৈরি সহ পাচারকার্যেও বেশ দুর্নাম কুড়োতে শুরু করেছে। এইসব বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে এখন আর স্থানীয় দুষ্কৃতীরাই জড়িয়ে নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি দেশের একাধিক রাজ্যের অন্ধকার জগতের অনেকেই নানাবিধ দুষ্কর্মমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশের বিভিন্ন অভিযান সহ তদন্তেও একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পুলিশ অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে। তবুও দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি বন্ধ হয়নি। আন্তঃরাজ্য দুষ্কর্মমূলক এইসব কর্মকাণ্ডের চক্রগুলির হদিশ পেতে কার্যত কালঘাম ছুটে যাচ্ছে পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ)। অতি সম্প্রতি, এই জেলার সদর শহর বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় হেরোইন, জাল নোট তৈরির কারবার পুলিশি অভিযানে প্রকাশ্যে আসায় রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হয়েছিল। পূর্বস্থলী থানার শিবতলা এলাকায় গাঁজা ভরতি বিশাল ট্রাক পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল। কয়েক বছর আগে এই বর্ধমান শহরেরই খাগড়াগড় এলাকায় একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় কয়েকজনের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র প্রশাসনের নজরে পড়ে। ওই ঘটনায় কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট এলাকাও যোগসূত্র মিলেছিল। জেলার মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম থানার বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি কাটোয়ার পাঁচপাড়া, গাঙ্গুলিডাঙা, শ্রীবাটী, মুলটী সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রামে আগ্নেয়াস্ত্র সহ বোমা তৈরির কারবার পুলিশি অভিযানে ধরা পড়েছে। পুলিশের পাশাপাশি একাধিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এসব এলাকার দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বহিরাগতদের মধ্যে একটা নানাভাবে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এধরনের বেআইনি কারবার চলে। এই চক্রের সঙ্গে অসংখ্য ভাড়াটে বোমা বাঁধাইকারীর পাশাপাশি খুনি, গুন্ডা, পাচারকারী প্রভৃতি জড়িয়ে থাকে। বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী এই কাটোয়া মহকুমার কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে অজয় ও ভাগীরথী নদী। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী এই জেলার তিন শহর কাটোয়া, দাঁইহাট এবং কালনা। এই তিন শহরের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ফেরিঘাট এলাকায় নদী পেরোলেই নদিয়া জেলা। অনাদিকে, মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রামের কয়েকটি এলাকায় অজয় নদ পার হলেই দ্রুত বীরভূম কিংবা মুর্শিদাবাদ জেলায় পৌঁছনো যায়। নানাবিধ সুবিধার কারণেই পাশাপাশি জেলার দুষ্কৃতীরা নাকি এইসব সীমান্তবর্তী এলাকা ব্যবহার করে থাকে। যার মধ্যে কাটোয়া অন্যতম প্রধান। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত, বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ হল হিংসাত্মক কার্যকলাপ। বিভিন্ন নির্বাচনে নানাবিধ হিংসাত্মক ঘটনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি নির্লজ্জভাবে সুবিধা লাভের জন্য দাগি দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করে থাকে। ওইসব দুষ্কৃতীরা মোটা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাপুটে ও কেউকেটা 'দিগ্গজ' মার্কা নেতা-কর্মীদের কথা মতো নানাবিধ অস্ত্র সহ বোমা নিয়ে বুথে হামলা চালিয়ে ভোট লুট করে। এককথায়, নির্বাচন সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এইসব দুষ্কৃতীর একটা ভালোরকম চাহিদা থাকে। প্রায়শই বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, গুলি মজুত ও পাচার সহ দুষ্কৃতীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে তাতে এটা নির্দ্বিধায় বলাই যায় যে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে অন্ধকার জগতের নিয়ন্ত্রকদেরও আরেকে দফায় চাহিদা বাড়ছে।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে দরিদ্র কল্যাণ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতীয় স্তরে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের নটি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত ১৬ টি প্রকল্পের উপভোক্তাদের সাথে মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলাপচারিতা করেন। মঙ্গলবার এই উপলক্ষে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে দরিদ্র কল্যাণ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং এদিন এখানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দজী মহারাজ এবং অতিথি হিসেবে ছিলেন আতমার জেলা প্রকল্প অধিকর্তা বাপ্পাদিত্য সেনাপতি সহ আরো অনেকে। জাতীয় স্তরের এই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের এগারতম কিস্তি হস্তান্তর করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে উপভোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে জয়নগর দু'নম্বর ব্লক, কুলতলী ও মথুরাপুর দু নম্বর ব্লক থেকে ৭৪১ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনার সমস্ত কিছুই সুন্দরভাবে নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সহজ ভাষায় চাষিদের কাছে আলোকপাত করেন এবং তাদের কোনো সমস্যা থাকলে তার সমাধানের চেষ্টা করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে এসে মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের রাধাকান্তপুর গ্রামের কয়েকজন চাষি খুবই খুশি। তারা এদিন জানালেন, আমরা অনেক দিন ধরে চাষ করি। আজ নিমপীঠে এসে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

প্রমীলারা স্বেচ্ছাশ্রমে ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছেন

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিদ্যাসাগর পল্লীর ৩৫ জন প্রমিলা সবুজবাহিনী নামে একটি সংগঠন তৈরি করে স্বেচ্ছাশ্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচতে নিজেরাই ম্যানগ্রোভ চারা তৈরি করে নদীর পাড়ে বসাচ্ছেন। সম্প্রতি হেড়োভাঙা জঙ্গল লাগোয়া বিদ্যাধরী নদীর তীর সবুজ বাহিনীর প্রমিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা হল। সবুজবাহিনীর দূর্গা শীল, কপূরী শীল জানালেন ২০০৯ সালে আয়লা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। নদীবাঁধ বাঁচাতে এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচতে এক মাত্র উপায় হল ম্যানগ্রোভ লাগানো। তাই আমরা ম্যানগ্রোভের বীজবপন করে, চারা তৈরি করে নদীবাঁধে ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছি। কবিতা রায় জানালেন, তিনিও সবুজবাহিনীর সদস্যা। তাঁর স্বামী কুবীর রায়কে বাঘ তুলে নিয়ে যায় মাছ ধরার সময়। প্রমীলাবাহিনী জানালেন, মূলত তাদের পেশা কৃষিকাজ ও মৎস শিকার। সকলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেলেও চিকিৎসা পরিষেবা সর্বত্র পাচ্ছে না। ঝড়খালী তেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে ঠিকই, কিন্তু দূরত্ব একটা প্রতিবন্ধকতা। কাছাকাছি উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে। সবুজবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছে গুঞ্জ নামে একটি এনজিও। ওই সংস্থার সদস্য প্রশান্ত সরকার জানালেন, সংস্থা থেকে সুন্দরবনের ৪৩টি গ্রামে এই ধরনের ইউনিট খোলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা গ্রামের রাস্তা সারাই, ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার করি। গ্রামে পাঠশালা চালানো, কৃষি কাজে সহায়তার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ সবুজবাহিনীকে আশ্বস্ত করেছেন, তাদের পাশে সংস্থা আগামীদিনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

বারুইপুরে পানীয় জলের

প্রথম পাতার পর

১ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণরায় পল্লির বাসিন্দারা বলেন, পানীয় জলের সমস্যা বছরভর। বাড়ির ট্যাপ কলে জল পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তার ধারে ট্যাপ কলে জল পড়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে। ১ ঘন্টায় ১ বালতি জল ভরে। একটি টিউবওয়েল এর উপর নির্ভর করতে হয় কয়েকশো মানুষকে। তাও খারাপ হয়ে যায়। পাম্প হাউস নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা হয়নি। আবার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে মোটর পাম্প খারাপ হয়ে যাওয়ায় ঠিকমতো জল সরবরাহ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। পানীয় জলের সমস্যা ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুবুদ্ধিপুর কলোনির বেলতলা প্রান্তিক,১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া, নস্কর পাড়া, মাদারাট রোডে। ট্যাপ কলে পানীয় জল ঠিকমতো পাওয়া যায় না ৩,৪,৬,১০,১১,১৪,১৫,১৭ নাম্বার ওয়ার্ডেও। দোকান থেকে জল কিনে খেতে হয়। পুরো নাগরিকদের অভিযোগ,জল পরিমাণ মতো আসে না বলে রিজার্ভার ভরে না। গরমে আরো সমস্যা বেড়েছে।

তাৎক্ষণিক সমাধান নাগরিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পথে ১১ বছরকে সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচি চলছে রাজ্য জুড়ে। সে রকমই একটি কর্মসূচি হল জনসংযোগ। গত ২০ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এই জনসংযোগ নামে জন অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি অভিনব কর্মসূচির শুভ সূচনা করেছিলেন জেলাশাসক পি উলগানাথন। সেই কর্মসূচির অব্যবহিত পরেই ব্লক স্তরে সাধারণ নাগরিকদের অভাব ও অভিযোগ শুনতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শনিবার জেলার সবকটি ব্লকে এই কর্মসূচি পালন করা হলো শনিবার।

এদিন জয়নগর ১ নং বিডিও অফিসে এই জনসংযোগে নিষ্পত্তিকরণ শিবিরে একহাজার মানুষের সরকারি পরিষেবার তাৎক্ষণিক সমাধান করা হয়। এদিন বহড়ুতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমা ডিএমডিসি সংলাপ বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রকাশ মন্ডল,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল,সহ সভাপতি আনিসুল আলম মোল্লা সহ বিভিন্ন জন প্রতিনিধিরা। জয়নগর ২ নং বিডিওতে উপস্থিত ডিএমডিসি অপরূপ শান্ডিলা,বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,বিডিও সৌরভ মাজি, পঞ্চায়েত সভাপতি মোনাজাত আলি খান, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য হাসনাবানু শেখ সহ আরো অনেকে। কুলতলিতে বিধায়ক গণেশ মন্ডল, বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারীর উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি পালন করা হলো। এদিন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা মনোযোগ সহকারে একে একে শিবিরে আগত সকলের অভিযোগ শোনেন। এর পরে বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় এবং শুনানির মধ্য দিয়ে আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়। যাদের তাৎক্ষণিক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদের হাতে অঙ্গীকারপত্র হাতে তুলে দেওয়া হয়। অঙ্গীকার পত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। জেলার প্রতিটা ব্লকে এদিনের এই শিবির থেকে কয়েক হাজার মানুষ তাদের আটকে থাকা সরকারি পরিষেবার সমাধান করলো। আগামী মাসে আবার দুদিন এই পরিষেবা শিবির হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেল। আর এই ধরনের পরিষেবা পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ জন।

আমরা আমাদের শত্রু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরা সব জায়গায় বলছি সিপিএম আমাদের শত্রু, বিজেপি আমাদের শত্রু। কিন্তু ঠিকমতো বিচার করে দেখুন তো সিপিএম,বিজেপি,নকশাল এই এলাকায় প্রায় নেই চললেই চলে। তাহলে আমরা আমাদের শত্রু কারা? বাবুইজোড় অঞ্চলভিত্তিক কর্মী সম্মেলনে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি শিক্ষক কাঞ্চন অধিকারী। রবিবার খয়রাশোল ব্লকের বাবুইজোড় অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে অঞ্চলভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের শুভসূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলা যুব সভাপতি অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, জেলা পরিষদ সদস্যা আঁখি অধিকারী,খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতি সহসভাপতি অসীমা ধীবর সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নদীপাড় পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁশলই নদীর বাঁধ পরিদর্শন করা হয় ২৬ মে প্রশাসনের পক্ষ থেকে । বর্ষাকালে বন্যা না হয় বা বন্যা হলেও প্রতিরোধ করা যায় এবং বর্ষাকালে কেউ নদী থেকে মাটি বা বালি তুলছে কিনা সেটাও নজরদারি চালানোর উদ্দেশ্যে এই পরিদর্শন বলে প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে । মুরারই থানার ওসি বিপ্লব প্রামাণিক, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ।

শিলংয়ে বাঙালিরা

প্রথম পাতার পর

তিনিও রবীন্দ্র বিবেকানন্দ ও নেতাজি স্পর্শধন্য বাড়িগুলির যাতে যথাযথ সংরক্ষণ হয় সে ব্যাপারে সক্রিয় এবং বইপত্র লিখেছেন। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে ঐক্যমত্যের অভাব শিলং শহরের ঐতিহ্যময় স্থানগুলিকে পর্যটকদের কাছে ঠিকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মালবিকা দেবী প্রতিবেদককে জানান। কিছুটা বাঙালি অধ্যুষিত জেল রোডের ব্যবসায়ী রাজীব দে প্রতিবেদককে জানান, যে সম্প্রতি তাঁরা নেতাজি মূর্তি স্থাপন করেছেন সরকারি সাহায্যে। স্থানীয় কালীমন্দিরে শিলং-এর বহু বাসিন্দা তাঁদের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মহাপ্রয়ানের এক বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ শিলং-এ এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল মিশন যথাযথভাবে যে স্মৃতি বহন করছেন নানা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে। রবি ঠাকুরের রক্তকরবী কিংবা শেষের কবিতার পটভূমি লাবাংএর ব্রুকবাইডের সেই বাড়ি কিংবা জিৎভূমি বাড়িটি রবীন্দ্র অনুরাগীদের চেষ্টায় সংরক্ষিত হলেও নেতাজির অবস্থান গৃহগুলির কোথাও কোনও ফলক নেই। বিশেষ করে আড়াই বছর বার্মার বিভিন্ন জেলে সুভাষচন্দ্র বন্দী থাকার পর ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মতো পরিবারের কিছু সদস্যের সঙ্গে যে 'ক্যালসন লজে' ছিলেন সেটি বর্তমান বিএসএনএল অফিসার কেএম মাধবনপুরী তাঁর বসবাসের ঘর করেছেন। সরকারি সেই বাংলোতে কোন স্থানীয় কিংবা বাঙালি নেতাজি অনুরাগীরা প্রবেশ করুক কিংবা ছবি তুলুক তা তিনি কিছুতেই চান না, বাঙালিদের ব্যবসাপত্র, পৈতৃকগৃহগুলি ক্রমশই হাতবদল হয়ে চলেছে। লোকসভাতে বাঙালী ঐক্যের পাশাপাশি শিলংএও বাঙালিদের পুরনো ঐক্য আসা জরুরি।

বজ্রপাতে মৃত

ঋতুস্মিতা মন্ডল : মঙ্গলবার দুপুরে মাঠে গরু আনার সময় হঠাৎই ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম ভবেশ গায়েন (২২)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া অঞ্চলের ঘোষপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাতজেলিয়ার ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা যুবক ভবেশ গায়েন এদিন দুপুরে মাঠে যায় গরু আনার জন্য। মাঠ থেকে গরু আনার সময় হঠাৎই শুরু হয় বজ্রপাত সহ ঝড়বৃষ্টি। বাজ সরাসরি ভবেশ গায়েনের উপর পড়লে, আগুনে ঝলসে যায় তার শরীর এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ জানায়, বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া।

কৃষি রফতানি

প্রথম পাতার পর

উড়োজাহাজের রফতানি বিভাগে উঁকি মারলেই দেখা যাবে ফাঁকা মাঠ। রফতানির ব্যস্ততা চোখে পড়বে না। এর কারণ সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেন কোভিডের সময় রফতানি কারগোর ভাড়া বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যেতেও ভাড়া কোন মতেই কমানো হচ্ছে না। বারবার সরকারের হস্তক্ষেপ চাইলেও সরকার এতে হস্তক্ষেপ করছে না। সবুজ আনাজ রফতানি একেবারে তলানিতে চলে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কৃষকরা দাম পাচ্ছে না এবং উৎসাহ হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এছাড়াও তাদের অভিযোগ, কেন্দ্র রাজ্য দুইয়ের মন কষাকষিতে সবই যেন কেমন অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। অন্য এক বণিকের অভিযোগ, আমদানি করবার সময় বিভিন্ন রাজ্যের পাওনা মিটিয়ে উপযুক্ত কর প্রদানের পরেও পশ্চিমবঙ্গে যখন গাড়ি ঢোকে তখন বিভিন্ন হারে বেআইনি টাকা দিতে হচ্ছে তাদের সেক্ষেত্রেও ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি দেখা দিয়েছে। তারাও সরকারের হস্তক্ষেপ চান। এহেন ভাবে কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভাবনা শুধুই খরের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতন। যদিও কৃষি মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন সকলের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে বসে এই সমস্যার শীঘ্রই সমাধান করবেন এবং তিনি বণিক মহলের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা চাষের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং শক্ত হাতে হাল ধরে। এখন দেখার কৃষকের দুঃখ কবে ঘুচবে কবেই বা অসৎ ভুঁইফোড়েদের চরম শাস্তি হবে। বাজারের আগুন নেভানো প্রয়োজন শীঘ্রই।

টাকা আত্মসাত

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকাদারদের বারংবার কর্মীদের ন্যায্য পাওনা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা তা পালন করছেন না। সারা রাজ্যে সমস্ত হাসপাতাল মিলে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার এরকম ঠিকাকর্মী আছেন। তাদের সকলের অবস্থা প্রায় একইরকম। বারাসত হাসপাতালে অস্থায়ী ঠিকা কর্মীর সংখ্যা ৮৫ জন তার মধ্যে সিকিউরিটি ৩০ এবং সাফাইকর্মী ৫৫ জন। রোগীদের পুঁজ-রক্ত ইত্যাদি পরিষ্কার সহ নানা লোকের নানা কটূক্তি গালিগালাজ সহ্য করেও এই কর্মীরা কাজ করেন। ফলে তাদের এভাবে বঞ্চিত করা রীতিমতো নির্মম ও অমানবিক।'এ প্রসঙ্গে বারাসত হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল এবং সিএমওএইচ ডা. তাপস কুমার রায় এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেন নি। বারাসত হাসপাতালের সাফাইকর্মী ঠিকাদার বসন্ত কুমার মুক্তাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সিকিউরিটির ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদার জয় গোপাল রায় বলেন, 'আমি আগামী ২০ জনের মধ্যে কর্মীদের সাথে কথা বলব।'এ বিষয়ে ডিন প্রবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি এই দায়িত্বে নতুন এসেছি। বিষয়টার খোঁজ নিচ্ছি।' এম এস ভিপি ডা. মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টা আমার কানে এসেছে। আমি এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছি। প্রয়োজনে সরকারের সাথে কথাও বলব।'

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ রামপুরহাট ঘাটিনং জাতীয় সড়কে গোরুর হাটের কাছে অভিযান চালিয়ে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃতরা হলো – হরিনাথপুর গ্রামের সোমাই হাঁসদা (১৮), বাহাদুর মুর্মু (৩০) এবং বগটুই গ্রামের মুন্না শেখ (২৪)। একটা ছুরি,একটা ভোজালি,একটা লোহার রড,কিছু নাইলনের দড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ । বুধবার ধৃতদের রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ২৯ মে রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মধুরা বটতলা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে নলহাটি থানার পুলিশ । একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুইরাউন্ড গুলি এবং ডাকাতির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ । ধৃতরা হলো – নলহাটি থানার লোহাপুরের দিলদার শেখ (২২),পাইকর থানার দেলুয়া গ্রামের সেমিম শেখ (২৪), সোহরাব শেখ (২৫), মতিউর রহমান (৩৫) । গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৮ মে সিধাই গ্রামের নদীঘাটের পাশে বাঁশঝাড় থেকে চার ড্রাম বোমা উদ্ধার করে নানুর থানার পুলিশ । চার ড্রামে একশো কুড়িটি বোমা পাওয়া যায়।

বিজেপির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের থানার মোড় এলাকায় বিজেপির একটি পথসভার আয়োজন হয়। সভার শেষে বিজেপির পক্ষ বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয় ক্যানিং থানায়। উল্লেখ্য বেশ কিছু দিন আগে ক্যানিং থানার দুমকি এলাকায় রাতে দলীয় কর্মসূচি থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রশান্ত বায়েন। এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় বিজেপির এই মন্ডল সভাপতিকে। মোবাইল ও টাকা কেড়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। নিতে হবে।

মেধা তালিকায় বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার অর্থাৎ ৩ জুন প্রকাশিত হলো ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। রাজ্যে পঞ্চম স্থান তথা বীরভূম জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করলো লোহাপুর চারুবালা বালিকা বিদ্যালয়ের জেনিফার রানা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯। বাবা আবু তাহের রানা বীরভূম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ।

অষ্টম স্থান অধিকার করেছে সিউড়ি চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল,নাকড়াকোন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের মধুরিমা দে, বিকেটিপিপি প্রবীর সেনগুপ্ত, উচ্চ বিদ্যালয়ের সৌমাল্য নিয়োগী এবং বাউটিয়া রাধামোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের উর্মি মন্ডল। তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬। নবম স্থান অধিকার করেছে বিকেটিপিপি প্রবীর সেনগুপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের অনীক বাগদী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫। দশম স্থান অধিকার করেছে শান্তিনিকেতন নবনালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের সানন্দা রায় এবং বিকেটিপিপি প্রবীর সেনগুপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের সঞ্চয়ন ব্যানার্জী। তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। সবমিলিয়ে বলতে গেলে, মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রথম দশের মেধা তালিকায় বীরভূম জেলা থেকে আটজন পড়ুয়া স্থান অধিকার করেছে।

L. B Dutta Rural Hospital
Budge Budge-II Block, South 24 Parganas
TENDER NOTICE
Tenders are invited from Firms/Agencies "For Submitting Quotation for Sale of Scrap/Condemns at L B Dutta RH, Budge Budge-II Block, South 24 Parganas" Vide for details visit of http://spghealthgov.in/or contact office of undersign.
Sd/-
BMOH
L.B. Dutta RH
B Budge-II, S 24 Pgs

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
পুনর্নিলাম বিজ্ঞপ্তি
জেলাপরিষদেরনিয়ন্ত্রনাধীন৩৩টিফেরীঘাট৯৪৯/জেড.পি./ফেরী/পুনর্নিলাম-২/২২,তারিখ:-০৩/০৬/২০২২ স্মারক অনুযায়ী এবং ৫টি ফেরীঘাট ৯৫০/জেড.পি./ফেরী/পুনর্নিলাম-১/২২, তারিখ :- ০৩/০৬/২০২২ স্মারক অনুযায়ী, ২০/০৬/২০২২ থেকে ৩১/০৩/২০২৩ মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ১৩/০৬/২০২২ তারিখে নিলাম করা হবে। ৯৫১/জেড.পি./পুষ্করিণী/পুনর্নিলাম-২/২২, তারিখ :- ০৩/০৬/২০২২ স্মারক বরাবর ১৯টি পুষ্পরিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৭/২০২২ থেকে ৩১/০৩/২০২৫ পর্যন্ত এবং ৯৫২/জেড.পি./মার্কেট/পুনর্নিলাম-২/২২, তারিখ :- ০৩/০৬/২০২২ স্মারক বরাবর ক্যানিং মার্কেট কমপ্লেক্স-এর ৩০টি ঘর ৩ বছরের জন্য ১০/০৬/২০২২ তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/পুষ্করিণী/মার্কেট কমপ্লেক্স সংক্রান্ত বিবরণ ও নিলামের নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.s24pgs.gov.in এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।
স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
Memo no. 1301(2)/DICO/S24 Pgs, 03.06.2022

মহানগরে

মাদ্রাসা ছাত্রীদের

বরুণ মণ্ডল : ৩০ মে এবছরের হাই মাদ্রাসা (দশম শ্রেণির পরীক্ষা), আলিম (দশম শ্রেণির পরীক্ষা : ইসলামি পাঠক্রম – ধর্মশাস্ত্র পত্র) ও ফাজিল পরীক্ষার (আলিমের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা) ফলাফল প্রকাশ করল বিধাননগরস্থিত পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ। ২০২১ – এ কোভিডের কারণে পরীক্ষা বাতিল হয়। এবার ৪ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। এবার তিন পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৩,৭০৮ জন (এতে ছাত্রীর সংখ্যা ৪৭,৩৬৫ জন)। হাই মাদ্রাসায় পাশের হার ৮৭.০২ শতাংশ। আলিমে সফল ৮৯.৮৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ফাজিলে পাশের হার ৯০.৬৮ শতাংশ। সামগ্রিক সাফল্যের নিরিখে প্রথম স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন এবার সাধারণ ফলাফল প্রকাশের পর তিন পরীক্ষার মেধাতালিকাও প্রকাশ করেন। হাই মাদ্রাসায় প্রথম স্থানাধিকারী মালদহ জেলার সারিফা খাতুনের প্রাপ্ত নম্বর ৭৮৬ (পরীক্ষার মোট নম্বর ৮০০)। আলিমে যুগ্মভাবে প্রথম স্থানাধিকারী মুর্শিদাবাদ জেলার মহম্মদ আলফাজ শেখ এবং উত্তর ২৪ পরগনার মহম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম। দু'জনেই ৯০০ নম্বরের

মধ্যে ৮৪০ পেয়েছে। ফাজিলে প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছে মালদহ জেলার ছাত্র মহম্মদ আলকামা। পর্ষদ সভাপতি জানান, গত কয়েক বছর হাই মাদ্রাসায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। এবার ছাত্রীর অনুপাত ৬৪.২৬ শতাংশ।

হকাররা বসবে তিনের এক ভাগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহত্তর বড়বাজার সহ কার্যত গোটা কলকাতা মহানগর এলাকার রাস্তার দু'পাশের ফুটপাত হকারদের দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকৃত। এবং হকারদের দোকানের পরিসর এতোটাই বেড়ে গেছে যে, সাধারণ পথচারীদের ফুটপাত ব্যবহার করার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে পথচারীদের বড়ো রাস্তায় নামতে হচ্ছে। কলকাতা পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার প্রশ্ন, এক্ষেত্রে হকারদের দোকানের পরিসর কমাতে কলকাতা পুরসভা কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে? এবিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, যে আইনের বলে হকাররা ফুটপাতে বসে হকিং করেন, সেই আইনে বলা আছে যে, মোট ফুটপাতের তিন ভাগের ১ ভাগ হকারদের হকিং করার জন্য এবং বাকি দু'ভাগ পথচারীদের যাতায়াতের জন্য থাকবে। তবে সবটাই নির্ভর করে ফুটপাত কতটা চওড়া তার ওপর। তবে কিন্তু ফুটপাত যে মাপেরই হোক না কেন ফুটপাতের তিন ভাগের এক ভাগ হকারদের হকিং করার জন্য এবং বাকি দু'ভাগ পথচারীদের ব্যবহারের জন্য থাকবে।

তবে ওই আইনে হকারদের দোকানের কোনও পরিমাপ বলা নেই। ফুটপাত বেশি চওড়া হলে দোকান বড়ো হবে। ফুটপাত কম চওড়া হলে দোকান ছোটো হবে।

হকাররা নিজেদের ইচ্ছা মতো করে ফুটপাতে বসতে শুরু করলে, পরবর্তীকালে হকারদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আইনসভায় আইন তৈরি করে। হকারদের হকিং করার বৈধ অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পরিষ্কার বলা আছে, কোনও অবস্থাতেই কারোর বাড়ির প্রবেশ দ্বারের সামনে বসা যাবে না। কোনো এন্ট্রান্সে বসা যাবে না। এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং — এর সেটা তিন মাথা বা চার মাথা বা পাঁচ মাথা ক্রসিং — এর ৫০ মিটারের মধ্যে হকার বসার কথা নয়। এটাও ওই আইনে বলা আছে। দেবাশিস কুমার আরও বলেন যে, কিন্তু অস্বীকার করার জায়গা নেই, নিশ্চয়ই কলকাতার বড়বাজার এবং অন্যত্র আমাদের হকার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আছে। যদিও বর্তমানে হকার স্থানান্তরকরণ বিষয়টি বা নতুন হকার বসানোর বিষয়টি আইন অনুযায়ী পুরোপুরি নির্ভর করে টাউন ভেন্ডিং কমিটি'র ওপর। আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। দেবাশিস কুমার জানান, কলকাতা পুরসভা বর্তমানে এরকম অভিযোগ পেলে ওই টাউন ভেন্ডিং কমিটিতে

মাধ্যমিকে স্কুলের সাহায্য ছাড়াই ৮৬.৬ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুল শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ ক্লাস নেওয়া ও অন্যান্য সহায়তা ছাড়াই ২০২২-এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পাসের হার বেড়ে হল ৮৬.৬০ শতাংশ। ২০২১-এ কোভিডের কারণে রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলস্বরূপ সর্বক্ষেত্রেই সেটা রেগুলার স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে সি সি ক্যান্ডিডেট ও কম্পার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট সবাইকে ১০০ শতাংশ পাস করিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা দফতরের তরফে।

২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সালে রীতিমতো বিদ্যালয়ে গিয়ে স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ক্লাস করে মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম ও পাঠসূচি অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়ে পাসের হার হয় ৮৬.৩৪ শতাংশ। কিন্তু এবার ২০২২-এ কী হল ২০২১ সালে কোভিডের কারণে দিনের পর দিন স্কুলে গিয়ে স্কুল শিক্ষকশিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ সহায়তার সঙ্গে করা ক্লাস গুলি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ২০২২-এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার ২০২০-র তুলনায় ০.২৬ শতাংশ বেড়ে হল ৮৬.৬০ শতাংশ। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা ব্যক্তিদের কথা 'এ ফলাফল কল্পনার ঊর্ধ্বে'। এবার রেগুলার স্টুডেন্টদের মধ্যে ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিল ৪,৮৬,৬৭৮ জন। পাসের হার ৮৮.৫৯ শতাংশ। ছাত্রী

পরীক্ষার্থী ছিল ৬,০৫,৫২৪ জন। পাসের হার ৮৫.০০ শতাংশ।

এদিকে এবার কোভিডের কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল সাত বিষয়ের কোনোটিতেই পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রমের ওপর পরীক্ষা হয়নি। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে ৩৫-৪০ শতাংশ পাঠক্রম বাতিল হয়। সায়েন্স সাবজেক্টে ২০ শতাংশ পাঠক্রম বাতিল হয়। ভূগোল বিষয়ে ছ'টি অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র দু'টি অধ্যায় ছিল। বহির্জাত প্রক্রিয়া এবং ভারতের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। এই দু'টো অধ্যায়ের ওপর পরীক্ষা দিয়ে রাজ্যের ৩৪,৪০৮ জন ছাত্রছাত্রী 'এএ' (৯০-১০০) পায়। এর কলকাতা জোনের সংখ্যা ১৩,৬৫৬ জন। বাংলায় 'এএ' পেয়েছে ২৫,২২৬ জন। কলকাতা জোনের সংখ্যা ৮,৪৪৪ জন। ইংরেজিতে 'এএ' পেয়েছে ২০,১৫০ জন। কলকাতা জোনের সংখ্যা ৮,৫৬৬ জন। অঙ্কে 'এএ' পেয়েছে রাজ্যের ৩৯,৩৮৬ জন। এতে কলকাতা জোনের সংখ্যা ১৫,৮১১ জন। ভৌত বিজ্ঞানে 'এএ' পেয়েছে ২৪,০৫১ জন। জীবন বিজ্ঞানে 'এএ' পেয়েছে ২৫,০৫৮ জন। এবং ইতিহাসে 'এএ' পেয়েছে ১৪,৫২৩ জন। কলকাতা জেলায় (৯৪.৩৬ শতাংশ) ছাত্রদের পাসের হার ৯৫ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার ৯৩.৯১ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় (৮৯.৬৮ শতাংশ) ছাত্রদের পাসের হার ৯১.০৪ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার ৮৮.৭০ শতাংশ। হাওড়া জেলায় ছাত্রদের পাসের হার ৮৯.৩১ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার ৮৪.২৯ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় (৯১.৯৮ শতাংশ) ছাত্রদের পাসের হার ৯২.৭৪ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার ৯১.৪০ শতাংশ।

২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার আর শেষ হবে ৪ মার্চ শনিবার। এদিকে এবার প্রথম ১০টি স্থানের মেধাতালিকা জায়গা স্থান পায় ১১৪ জন। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় দু'জন করে। চতুর্থ স্থান পায় চার জন। পঞ্চম স্থান পায় ১১ জন। ষষ্ঠ স্থান পায় ছ' জন। সপ্তম স্থান পায় ১০ জন। অষ্টম স্থান পায় ২২ জন। নবম স্থান পায় ১৫ জন এবং দশম স্থান পায় মোট ৪০ জন। ৭০০ তে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর ওঠে ৬৯৩।

নাইট সয়েলে ছোটো গাড়ির সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার ৬ থেকে ১০ ফুট চওড়া রাস্তায় বসবাসকারী বাসিন্দারা নাইট সয়েল তুলতে পুরসভার একমাত্র বোরো অফিস থেকেই ৫০০ লিটারের ছোটো নাইট সয়েল তোলার গাড়ি বুক করার পরামর্শ দিলেন পুরসভার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ সদস্য দেবব্রত মজুমদার। তিনি বলেন, কলকাতা পুরসভার এই ৫০০ লিটারের গাড়ি আছে তিনটি। গাড়িগুলি ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। তাই এই ৫০০ লিটারের গাড়িগুলি ৮ ফুট চওড়া রাস্তাতে প্রবেশ করানো যেতে পারে। এই গাড়িগুলিতে ময়লা তোলার জন্য ২০০ ফুটের সাকশন পাইপ আছে। পাইপগুলি ১২০ থেকে ১৪০ ফুট দুর পর্যন্ত কাজ করতে পারে। এরপরেও যদি দূরত্ব হয়, তাহলে কলকাতা পুরসভা পক্ষে এই সয়েল তোলার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ৫০০ লিটারের গাড়িতে প্রতি ট্রিপে খরচ পড়বে ৫৫০ টাকা। এই গাড়িগুলি বুক করতে একমাত্র বোরো অফিসেই টাকা জমা নেওয়া হয়। এছাড়াও নাইট সয়েল সংগ্রহে কলকাতা পুরসভার ১০০০ – ৪০০০ লিটারের ৭ টি গাড়ি আছে। এই গাড়িতে প্রতি ট্রিপে খরচ পড়বে ১৩৫০ টাকা। এবং ৬০০০ লিটারের ৩ টি গাড়ি আছে।

কলকাতা পুরসভার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, এই ওয়ার্ডে কমবেশি ১২ হাজার হাউস হোল্ড বসবাস করেন। এই ওয়ার্ডের ৭০ শতাংশ রাস্তা ৬ থেকে ১০ ফুট চওড়া। এই সকল এলাকার বাসিন্দারা বাড়ির পায়খানার সেফটি ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করবার জন্য উপযুক্ত অর্থ জমা করেন সংশ্লিষ্ট দফতরে। কিন্তু আবেদনকারীর ঠিকানায় যে গাড়ি পাঠানো হয়, সেখানে রাস্তা অপ্রশস্ত হওয়ায় সেই গাড়ি প্রায়শই ফেরত যায়। ফলে ওই বাসিন্দারা অসুবিধাতে পড়েন। উক্ত বাসিন্দারা বোরো অফিসে জমা করা অর্থ আবার ফেরত পান। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, ৬ থেকে ১০ ফুট চওড়া রাস্তাতে সেফটি ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে আগামী দিনে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও পরিকল্পনা আছে কী? কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতো বড়ো কলকাতা পুর এলাকায় ৬ থেকে ১০ ফুটের রাস্তাই যেখানে অধিক। সেখানে নাইট সয়েল তোলার ৫০০ লিটারের ছোটো গাড়ি মাত্র ৩ টি কী যথেষ্ট? ফলে ৫০০ লিটারের গাড়ি বুক করলে তা কবে পাওয়া দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

প্রসঙ্গত, মূল কলকাতা পুর এলাকায় যে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে, তা হল কম্বাইন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম। যাদবপুর বেহালা গার্ডেনরিচ বা জোকা এলাকায় সিঙ্গেল ড্রেনেজ সিস্টেম। সেজন্য এইসব এলাকায় নাইট সয়েলের জন্য বাড়িতে বাড়িতে আলাদা করে সেফটি ট্যাঙ্ক তৈরি করতে হয়। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নাইট সয়েল ডাইরেক্ট ডিসচার্জ করার ব্যবস্থা আছে। সেটা কলকাতা পুরসভার অ্যাডেড এরিয়ায় করা যায় না॥ সেইজন্য কলকাতা পুরসভা থেকে নাইট সয়েল বহনের অনেক গাড়ি আছে বলে জানান মেয়র পারিষদ বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। দেবব্রত মজুমদার বলেন, ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নাইট সয়েল সংক্রান্ত সমস্যা মিটতে পারে ৫০০ লিটারের ছোটো গাড়িতে। তিনি ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডবাসীদের ছোটো গাড়ি বুক করার পরামর্শ দেন। কলকাতার বেশির ভাগ জায়গায় ৫০০ লিটারের গাড়িগুলি যদি বুক করে তাহলে নাইট সয়েল সংক্রান্ত সমস্যা মিটতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এতো বড়ো কলকাতায় মাত্র ৩ টি ৫০০ লিটারের গাড়ি দিয়ে এই সমস্যা কীভাবে মিটবে?

লেন্স বার্তা

উল্টো পথে, যেতে গিয়ে পুলিশ এর খপ্পরে।

এখন-ই নালা উপচে পড়ছে জল, আসছে আষঢ় মাস মন তাই ভাবছে কী হয় কী হয়। মহেশতলায়।

বাবু-বিবিদের অপেক্ষায়, ভিক্টোরিয়ার সামনে।

মেলার গরম জিলিপি, এ স্বাদের ভাগ হবে না। ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

ভালোবাসার টানে গান

সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া তরুণ-তরুণী। তাদের গানের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। এই গানের টানেই ওঁরা চারজন সময় সুযোগ পেলেই নানা জায়গায় গান গাইতে বসে যায়। লেকটাউনের দীপন বোস, শিয়ালদহ বঙ্গবাসী কলেজের কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তাঁর পিঠের ব্যাগে সর্বতা থাকে একতারা বা দোতারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কণ্ঠে বাউল

গান আর এক মুখ হাসি। সেদিন কলেজ স্কোয়ারে গিটার বাজিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে তার গাওয়া গান মুগ্ধ করল। প্রথমদিকে দীপনের পছন্দ ছিল পপ এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত আর বাংলা ব্যান্ডের গান। অন্যদিকে দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাঠপোল আদর্শ সংঘ ক্লাবের কাছেই থাকে দোয়েল ব্যানার্জী ও পায়েল ব্যানার্জী দুই বোন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রি করছে। আগামী নবীন প্রজন্ম রবি-নজরুল সঙ্গীতের রসময় আলোকে আলোকিত করতে চায়। তাঁর আদর্শ শিল্পী ইমন চক্রবর্তী। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দোয়েল ও পায়েল আলিপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দ্বৈত কণ্ঠে গান গাইলেন 'ম্লান আলোকে ফুটলি কেন গোলকচাঁপার ফুল', রুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম খেঁজুরপাতার নূপুর বাজায়'– গানগুলি গেয়ে কবিকে শ্রদ্ধা জানায়। দোয়েল রবিঠাকুরের গান দিয়ে শান্তিনিকেতনে ইউটিউবে ওয়েব সিরিজ শুটিং করতে ইচ্ছুক। নতুন মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে খুবই উচ্ছসিত। সে নাচেও পারদর্শী। কাঁকুরগাছির মোহিত সাউয়ের জীবনের মূলমন্ত্র গান।

তথ্য : মলয় সুর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে গিয়ে হতাশ হতে হল। সামনের মূল গেট বন্ধ, তাতে আঁকিবুকি কাটা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নাম। সামনে মোতায়েন বেশ কিছু পুলিশ সঙ্গে রয়েছে বড় বড় প্রিজন ভ্যান। কর্তারা কিছুটা বিভ্রান্ত, এখনও বিক্ষোভকারীরা কেউ নেই কেন! ঘন্টা খানেক বাদে চিত্রটা আলাদা, বন্ধ গেটের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে বসে পড়েছেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যারা চান অনলাইনে পরীক্ষা। তাদের প্রশ্ন 'ক্লাস হয়েছে জুমে, পরীক্ষা কেন ক্লাস রুমে।' এভাবেই নাকি তিন দিন চলবে ধর্না। অবশ্য এতে কোনও হেলদোল নেই কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

তথ্য ও ছবি : প্রণব গুহ

ভদ্রেশ্বরে জলসত্র

এই প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে মুক্তি পেতে পথচলতি মানুষ, অফিসযাত্রীরা বা রিক্সাওয়ালা এই অসহ্য দুর্বিষহ চাঁদিফাটা গরমের হাতে থেকে বাঁচতে কেউ জল কিনে খাচ্ছিলেন। তাই ভদ্রেশ্বরে শ্রীগুরু সংঘ শাখার উদ্যোগে স্টেশনের কাছেই জলসত্র ব্যবস্থা করল। অনেকের বুকের ছাতি শুকিয়ে যাচ্ছিল। তাই শ্রীগুরু সংঘ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিবির করে পানীয় জল বিলি করছে। সঙ্গে বাতাসা ও মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করেছে। তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সংগঠনের প্রধান মহীতোষ দাস, সভাপতি সুকুমার দাস, সদস্য কানুলাল বিশ্বাস, সংগঠনের প্রধান নেত্রী অঞ্জলি দাস। দু'বছর করোনা মহামারী পরিস্থিতির জন্য বন্ধ ছিল। সংস্থার তরফে সুকুমার দাস বলেন, দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পঠন পাঠনের জন্য বই, খাতা, পেন, পেনসিল দিয়ে সাহায্য করছি আমরা। এছাড়া দুর্গাপুজো উৎসবে গরিবদের শাড়ি দেওয়া হয়। এমনকি লকডাউনে রিক্সাওয়ালা ভিখারিদের শুকনো খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এই সমাজ সেবী সংগঠন।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

রবিবার ২৯ মে হুগলি চকবাজার যুবসংঘের শ্যামাপূজা কমিটির উদ্যোগে অনূর্ধ্ব ৬ থেকে ১৫ বছরের দেড়শ শিশুদের নিয়ে রঙের খেলায় মাতলেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার দেবী পার্ক কমিউনিটি হলে। যেমন খুশি আঁকার সাথে যোগ হয়েছিল বিষয়বস্তু। এই প্রতিযোগিতার বিচারকের আসনে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতি সম্পন্ন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা, শিল্পী সঞ্জয় দাস ও দীপিকা মণ্ডল। এদিন প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান অমিত রায়। প্রত্যেক প্রতিযোগীর হাতে কমিটির পক্ষ থেকে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

স্ট্রোক

স্ট্রোক নানা কারণে হয়। বেশিরভাগ হয় টেনশন থেকে। প্রচাপন অর্থাৎ আকুপ্রেসারের মাধ্যমে টেনশন সারিয়ে তুলুন। সদানন্দে পাখির মতো গান করে মহানন্দে দিন কাটালে স্ট্রোক কম হয়। স্ট্রোক হবার আগে কান টিপলে জানা যাবে স্ট্রোকের আগমনী বার্তা। ওই সময় সাবধান হলে স্ট্রোকের আক্রমণকে আটকানো যায়।

কানের লতির দিকে যে অংশ চোয়ালের সাথে যুক্ত সে জায়গায় দু হাত দিয়ে দুকানে চাপ দিন। স্ট্রোক আসার প্রাক্কালে কানের ওই পাশ ঘিরে ব্যথা দেখা দেবে। ওই ব্যথার উপর চিকিৎসা করে কানের ব্যথা মুক্ত করে দিন। এ প্রণালী রোগীকে নিজে নিজেই করা ভাল।

ঘাড় ব্যথা

ঘাড় ব্যথা শিক্ষিত লোকের বেশি হয়। ঘাড় গুজে লেখা পড়ার সময় হুশিয়ার না হলে ঘাড় ব্যথা হয়। সে কারণে মাঝে মধ্যে ঘাড়কে বিরতি দিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাতে হয়। এক নাগারে টিভি দেখতে নেই। অবশ্য টিভি কর্তৃপক্ষ যে বিরতি দেয় সেটা কাজে লাগিয়ে দেখার ফাঁকে একটানা দেখার অভিমুখ পাল্টাতে হয়। শোওয়ার দোষেও ঘাড় ব্যথা হয়। বালিশ ছাড়া শক্ত বিছানায় শোওয়া দরকার। মোচড় দিয়ে দ্রুত ঘাড় ফেরাতে গিয়েও ঘাড়ে স্নায়ু তন্ত্রের কাজে বিঘ্ন ঘটে। ঘাড় ব্যথা হয়। ঘাড় ব্যথার যন্ত্রণায় নাস্তানাবুদ হলে ওষুধ না খেয়ে আকু প্রেসার (প্রচাপন) করলে হাতে হাতে সুফল পাওয়া যাবে। ঘাড়ের ডান দিকে ব্যথা হলে ডানদিকের বুড়ো আঙুলের ১৭, ১৮ এবং বাঁ দিকে হলে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ৩৭, ৩৮ করের মাঝে আকু কলম কিংবা শলাকা দিয়ে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে ব্যথার অনুভূতির খোঁজ করুন। যে ব্যথা পাওয়া যাবে ওটাই হবে ঘাড় ব্যথার প্রতিফলন। ওই ব্যথার বিন্দুতে চাপ দিতে দিতে ব্যথাকে হটিয়ে দিন। বুড়ো আঙুলের নিচের দিকে চাপ দিলেও ঘাড় ব্যথার ছবি টের পাবেন। ওই জায়গায় চাপ দিলেও উপকার হবে। এছাড়া বুড়ো আঙুলের নখের পাশে এবং নীচের দিকের অংশে ব্যথা অবশ্যই পাবেন। ওই ব্যথার উপর প্রচাপন ক্রিয়া চালালে ঘাড় ব্যথা সেরে যাবে। মনে রাখবেন ঘাড় ব্যথা হলে বিন্দুমাত্র দেরি করবেন না। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আকুপ্রেসারের মাধ্যমে ব্যথা সম্পূর্ণ নির্মূল করবেন। তা না হলে ওই ব্যথা শরীরে অনর্থ ডেকে আনবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

মিনার্ভা রঙ্গালয়ে সুভাষগ্রাম আবির্ভাব–এর নাট্যোৎসব

বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ২৪ মে ২০২২ মহা সাড়ম্বরে পালিত হল সুভাষগ্রাম আবির্ভাবের ১ম বর্ষে নাট্যোৎসবের উপস্থাপনা মিনার্ভায়। প্রথমেই বলে রাখছি সুভাষগ্রাম আবির্ভাব থিয়েটার এক থিয়েটারের নব নব অন্বেষণে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখার বার্তা বহন করে চলেছে। থিয়েটারকে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রতিনিয়ত থিয়েটার চর্চা বিভিন্ন ধরনের নাট্য প্রযোজনা, নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা, নতুন নতুন ভাবনা ও সৃজনের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের নতুন আঙ্গিকের থিয়েটারের জন্ম দেওয়া, থিয়েটারের অঙ্গনে সমাজের প্রতিটি মানুষকে শামিল করাই আবির্ভাবের লক্ষ ও শপথ।

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অনীক দলের তপতী ভট্টাচার্য ও অরূপ রায়, দেবাশিস সরকার, কুন্তল মুখার্জী, সঞ্জীব সরকার, রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, আবির্ভাবের কর্ণধার বিশাল ভট্টাচার্য এবং বিজয় কুমার দাস।

সঞ্জীব সরকার বললেন– ওদের একটি বছর পূর্ণ হল। আমি ওদের কাজ দেখিনি তবে শিশুর কাজে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আমাদেরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। ওদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া দরকার। আমি সকলকে আহ্বান জানাই। এটা একটা ইনটার অ্যাকশনের স্ট্রং মিডিয়া। এখানে আজ যারা উপস্থিত হচ্ছেন তারা সবাই থিয়েটারের মানুষ। ওদের প্রতি আমাদের সকলেরই কামনা ওদের চলার পথ মঙ্গলময় হয়ে উঠুক।

রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন– শিক্ষিত থিয়েটারকর্মী আমাদের দরকার। অশিক্ষিত থিয়েটার কর্মীতে আমাদের নাট্যজগৎ ভরে গিয়েছে, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। দেবাশিস হালিশহরে ওদের শিকড় তৈরি করেছে ওরা প্রফেশনাল হতে পেরেছে ফিলজফিকালি। সব ব্যবধান মুছে দিয়েছে। কমরেড লেনিনকে আমি দেখিনি, কিন্তু অরূপ রায়ের লেনিন অভিনয় দেখেছি যেন কমরেড লেনিনের আহ্বান। তপতীদি বাংলা নাটকের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, বাচিক শিল্পীও বটে।

থিয়েটার কোন বার্তা দিচ্ছে সেটা এখন বিশেষভাবে ভাবার দরকার আছে। পিটার সেলার নবজীবনের উদ্দীপনায় জাগরিত করেছেন। শুধুমাত্র একটা নাটক প্রযোজনা করলেন সেটাই সব নয়।

বিশাল ভট্টাচার্য– আমার ভিতরে একটা ফিল হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না। আমি একটা ইয়ং জেনারেশনের প্রতিনিধি হয়ে বলছি আমরা নাট্যকর্মীরা থিয়েটার দেখতে যাইনা, আমি বলছি আপনারা আসুন আমরা তিন দিন ধরে কি করছি একবার দেখতে আসুন উৎসব সফল করুন।

কুন্তল মুখার্জী– দর্শক না থাকলে থিয়েটারের কোনও দাম নেই। নতুন প্রদীপ জ্বললো এটা সহজ, কঠিন হলো তাকে জাগিয়ে রাখা। তিন চার বছর বয়স থেকে নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। অরূপ দেবাশিস এই দুই সংগঠক বাংলা নাটকে অনেক দিশা দিতে পারে। বিশাল আমার ছাত্র, আমি আজকে আমার উত্তরীয়টা বিশালকে পরিয়ে দিলাম।

অরূপ রায়– এরপর চারটি নাটক আছে। সুতরাং বক্তব্য রাখার সুযোগ নেই। সমাজটাকে পাল্টানোর জন্য থিয়েটার করবো এই ইচ্ছাটাকে

সোচ্চারে বলবো। আজকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে দিলাম বিশালরা সব রকমের সহযোগিতা পাবেন।

দেবাশিস সরকার : ওদের সাথে আমার পরিচয় ঘটলো। যাদের সাথে এক মঞ্চে বসলাম এই পরিবেশটা বেশ ভাল লাগছে। ঐকতান মঞ্চে আমরা থিয়েটার করি। ইউনিট মালঞ্চের নিজস্ব মঞ্চ ঐকতান মঞ্চে নৈহাটিতে যদি কোনও অনুষ্ঠান করতে চান আমি কথা দিচ্ছি তিনশো দর্শকের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। কথা দিয়ে গেলাম।

বিজয় দাস– শুনেছি এক জায়গায় মিলতে পারলে মনের অসুখ সেরে যায়। বিশালের কাজ আরও অনেক জায়গায় পৌঁছে যাক। আমি মফস্বলের দর্শক কিন্তু কলকাতায়ও থিয়েটার দেখতে আসি। থিয়েটার নিয়ে বিশালের পাগলামোটা বেঁচে থাকুক।

তপতী ভট্টাচার্য বললেন– থিয়েটার মাইনোরিটি শিল্প। সমাজ পরিবর্তনে বড় অস্ত্র বা হাতিয়ার। উৎপল দত্ত বারবার আমাদের স্মরণ করিয়েছেন। বিশালের স্বপ্ন আশা যেন পূরণ হয়। নাটকে স্টার প্রথা বদলানো দরকার। অনীকের সবরকম সহযোগিতা বিশাল পাবে।

এরপর শুরু হল নাট্যানুষ্ঠান। প্রথম নাটক আবির্ভাব প্রযোজিত, প্রদীপ চক্রবর্তী রচিত এবং বিশাল ভট্টাচার্য অভিনিত ও নির্দেশিত নাটক 'কালবৈশাখী'।

একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ কষ্টের রোজনামচা। এই পরিবারের কন্যা মিঠুর গায়ের রঙ কালো এবং তার জন্য তার বিয়ের সম্বন্ধ বারবার এসে ফিরে যাচ্ছে কারণ কারোর পছন্দ হচ্ছে না। এই নিয়ে মিঠুর বাবা মা চিন্তাগ্রস্ত কিছুটা হতাশা গ্রস্তও বটে। মিঠুর জীবনের এই দোলাচল জীবনের ভিতরকার কালবৈশাখী আমাদের জীবনেও কালবৈশাখী ঝড় হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এই হতাশাগ্রস্ত পরিবারে একমাত্র মানুষ নবকুমার সে এই পরিবারে কিছুটা মলয় বাতাস বয়ে আনে। নবকুমার এবং মিঠুর অনুচ্চারিত নীরব প্রেমের প্রকাশ এই নাটকে নান্দনিক ভাবে ফুটে উঠেছে। যা দর্শক চিত্তে রোমাঞ্চ ও শিহরণ জাগায়। নাট্যকার প্রদীপ চক্রবর্তী তা পরম নিষ্ঠা দরদ দিয়ে কাহিনীটি রচনা করেছে যা দর্শক চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। বিশলল ভট্টাচার্য ততোধিক নিষ্ঠা ও আবেগ দিয়ে নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছে। বেশ ভালো উপস্থাপনা। বিশালকে শুধু বলবো– নাটকের গতি একটু মন্থর লেগেছে। আরও একটু টাইট করার দরকার আছে। অভিনয়ে মা চরিত্রে বাণী মণ্ডল, বাবা চরিত্রে সত্যজিৎ ভৌমিক, রাজীব চরিত্রে আকাশ দলুই বেশ সপ্রতিভ ও সাবলীল অভিনয়ের নমুনা রাখলেন। স্ক্রীপ্টে রাজীবের ভূমিকা সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। যে দুজন সমগ্র নাটকটিকে টেনে নিয়ে গেলেন তারা মিঠু চরিত্রে অনিতা প্রধান এবং নবকুমার–এর ভূমিকায় বিশাল স্বয়ং। ওদের দুজনের অভিনয় দৃষ্টিনন্দন লেগেছে। মার্জিত ও সংযত অভিনয় ওদের দুজনের ইউএসপি। এককথায় নাটকের সম্পদ।

নাটক– ডাইন; রচনা প্রদীপ চক্রবর্তী, নির্দেশনায় বিশাল ভট্টাচার্য, প্রযোজনা– আবির্ভাব। নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল সম্পত্তির লোভে পড়ে ভুবনডাঙা গ্রামের এক পরিবারের লোক নিজ পরিবারের লোককে ডাইন সাজিয়ে পুড়িয়ে মারে। সেই পরিবারের লোক কাকা গ্রামের গুণিন গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি মঙ্গরু নামে একটি ছেলেকে ভুল বুঝিয়ে মাতলী বুড়ি তার ছেলের অসুস্থ হওয়ার কারণ বলে তাকে ডাইন অপবাদে অত্যাচার করে তাকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয় এবং পুড়িয়ে মারে। খবর পেয়ে এক সাংবাদিক সেখানে ছুটে আসে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে মাতলী বুড়িকে বাঁচাতে পারে না। গ্রাম্য জীবন গ্রাম্য পলিটিক্স এবং অন্ধ কুসংস্কারে মানুষ এখনও আদিম হয়ে আছে অসুস্থ মানসিকতায়। সেই নিদারুণ কষ্টকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা দর্শকের দরবারে হাজির করেছে সুভাষগ্রাম আবির্ভাব কিছুটা সমাজ বদলানোর আশায়। নিঃসন্দেহে বলতে পারি দায়িত্বশীল প্রযোজনা।

অভিনয়ে ডাইন চরিত্রে মংলুর ভূমিকায় আকাশ, কাকা সত্যজিৎ ভৌমিক মাতলী বুড়ির ভূমিকায় বাণী মণ্ডল, রিপোর্টার– বিশাল ভট্টাচার্য, টিকলি চরিত্রে অনিতা প্রধান, অপুর ভূমিকায় নবনীতা জানা এবং প্রতিবেশী চরিত্রে সোনালী হালদার, সকলেই ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। এই প্রযোজনার জন্য বিশাল একটা উষ্ণ অভিনন্দনের দাবিদার হবে সন্দেহ নেই।

এরপর আরও দুটি নাটক অভিনিত হয়। চিৎপুর রং তামাশা নাট্যজন প্রযোজিত মিহির চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং দেবরাজ ও সায়ন নির্দেশিত নাটক 'গ্রানাইট'। গ্রানাইট নাটকের প্রেক্ষাপট ১৯০৭ সালের রাশিয়া। একটি নতুন কৃষি– আইনের মাধ্যমে কৃষকদের ভুল বুঝিয়ে জমিদারদের যারা জার নামক সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মধ্যসত্বভোগী বা এককথায় দালাল তাদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা। লেখক তুলে ধরেছেন সেই কুপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে কমিউনিস্ট বিপ্লবের উত্থান। এই ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রতিক পঞ্জাবে ঘটে যাওয়া বর্তমান ভারতবর্ষের মিল। কৃষক বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে একদল পঞ্জাবী দামাল। ঘটনা প্রবাহের মিল গ্রানাইট নাটকটিকে বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে অতি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। বলিষ্ঠ প্রযোজনা। ভাল অভিনয় এবং দক্ষ শিল্পী সমন্বয় অভিনিত সময়োপযোগী নাটক।

কমরেড তানিয়া চরিত্রে সুমেঘা ঘোষের অনবদ্য অভিনয় সমৃদ্ধ নাটক গ্রানাইট। আর যারা অভিনয় করেছেন স্তেভেনভ চরিত্রে সৌমদেব ভট্টাচার্য, সীমোনভ চরিত্রে সায়ন দাশগুপ্ত, আইতানভ চরিত্রে সায়ন দাশগুপ্ত, আলেজীর ভূমিকায় দেবরাজ ঘোষ এবং সূত্রধর তনুশ্রী দত্ত প্রত্যেক শিল্পীই বেশ দক্ষতার পরিচয় দিলেন।

চিৎপুর রং তামাশা নাট্যজন–এর দ্বিতীয় নাটক মনোজ মিত্র রচিত স্বজন সৃজন মুখার্জী নির্দেশিত নাটক ধোঁকাবাজ।

মনোজ মিত্রের ঘড়ি আংটি ইত্যাদি অবলম্বনে অভিনীত ধোঁকাবাজ একটি কৌতুক নকশা নির্ভর সামাজিক পালা। ক্ষমতার চরিত্র এবং ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীনের স্বতঃস্ফূর্ত নির্ভেজাল হাসির মোড়কে সামনে এনেছে এই নাটক। পুলিশের এক খাবলাবাজ খোঁচরের বিবাহ বিড়ম্বনা একক অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সৌম্যদেব ভট্টাচার্য।

আলোকসম্পাত করেছেন দেবাশিস চক্রবর্তী, আবহ স্বজনসৃজন মুখোপাধ্যায়। নাটকটি কৌতুক নকশা হলেও এর সামাজিক বার্তাটি সুপ্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মনোজবাবুর রচনায় মুন্সিয়ানা সেখানেই। একক অভিনয় হলেও দেখতে মন্দ লাগেনি। তবে হাস্যরসের আমদানি তেমনভাবে আসেনি। দর্শকবৃন্দকে সেভাবে হাসতে দেখলাম কই? মানুষকে হাসনো খুবই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, তবুও বলবো যে নাটকের যে কাজ সেটা করতে পারলেই পরিশ্রম সার্থক হয়ে ওঠে নচেৎ নয়। সৌমদেবকে বলবো সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার। নির্দেশক স্বজন সৃজনকে বলবো নাটকটাকে নিয়ে আরও একটু ভাবতে। নাটকে হাস্যরসের মালমশলা প্রচুর মজুত আছে। সেদিকটা লক্ষ্য রাখুন।

সম্পর্কের ভাঙাগড়া নিয়ে 'বেলাশুরু'

জীবনের কথা সম্পর্কের কথা শুনেছেন ড. শঙ্কর ঘোষ

স্ত্রী আরতি অ্যালঝাইমারস–এর রোগী। চিনতেই পারেন না তাঁর স্বামী বিশ্বনাথকে। ছেলেমেয়েদের আবেদন সরিয়ে রেখে বিশ্বনাথ তাঁর স্ত্রী আরতিকে কীভাবে সঙ্গ দেন, তা নিয়েই ছবি 'বেলা শুরু'। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জুটি বাঙালিদের জন্য বাংলা ঘরানার ছবি বরাবর উপহার দিয়েছেন। 'বেলা শুরু' ছবি তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এ ছবি এমনভাবে সম্পর্কের ভাঙাগড়াকে তুলে ধরে, তা দর্শক চিত্তকে আলোড়িত করতে বাধ্য। এক আলাপচারিতায় শিবপ্রসাদ জানিয়েছিলেন যে, দমদম নিবাসী পবিত্র চিত্ত নন্দী ও তাঁর স্ত্রী গীতা নন্দীর জীবনের বিরল ঘটনাই তাঁর এই ছবির প্রেরণা। পবিত্রবাবু যেমন করে অ্যালঝাইমার্স এর রোগী তাঁর স্ত্রীকে আগলে রেখেছিলেন সারাক্ষণ, তেমনটাই শিবপ্রসাদ তুলে ধরেছেন এ ছবিতে। দুঃখের বিষয় হল ছবি যখন মুক্তি পেল, তখন সৌমিত্র,

স্বাতীলেখা, পবিত্রবাবু, গীতা নন্দী কেউ বেঁচে নেই। ছবি দেখতে বসে সেই বেদনাই প্রকট হয়ে ওঠে। বিশ্বনাথ বাবু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ও আরতির (স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত) ছেলে মেয়েদের, জামাই, বৌমার সঙ্গে 'বেলা শেষে'তে পরিচয় হয়েই গিয়েছিল। সেই চরিত্রগুলি অনেক জট জটিলতার মধ্য দিয়েই কাটিয়েছে। সেই সূক্ষ্ম বিষয়গুলির বিস্তারে না গিয় খানিক ছোঁয়ার মধ্য দিয়েই তুলে ধরেছেন পরিচালকেরা। তবু এর মধ্যে দিয়ে কন্যা মিলি (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) তাঁর বাবার কাছে অকপটে যখন স্বামীর সমকামীত্বের কথা তুলে ধরেন, সে অভিনয় ভুলবার নয়। পেশায় ডুবে থাকা মানুষটি স্ত্রীকে সময় দিতে পারেননি, আজ অবসর জীবনে সেটা ভরিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই মানুষটি জীবন্ত হয়ে ওঠেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। পাশে স্বাতীলেখার অভিনয়ও অসাধারণ। এঁরা নেই, ছবি দেখতে বসে সেই কথা ভেবে চোখে জল এসে যায়। ঋতুপর্ণা, ইন্দ্রাণী দত্ত, শঙ্কর চক্রবর্তী, খরাজ মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা আঢ্য, মনামী ঘোষ, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাদের ভূমিকা পালন করেছেন আন্তরিক ভাবে। ডাক্তারের চরিত্রে কৌশিক সেন এবং বাংলাদেশের এক দাদার চরিত্রে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁদের চরিত্র সৃজনে ছিলেন যত্নশীল। কবীর সুমনের গাওয়া 'খেলা কী শেষ নাকি বেলা শুরু' গানটি দীর্ঘদিন মনে থাকবে। বাঙালি আবার প্রেক্ষাগৃহমুখী হচ্ছে ছবি দেখতে, সেটা আশার কথা, আনন্দের কথাও বটে।

তোমাদের প্রেরণা হৃদয় মাগিয়া লব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডস্থিত অভিসার আর্ট গ্যালারিতে স্থানীয় 'চিল্ডেনস্ হার্ট ড্রইং স্কুলে'র আয়োজনে ৪র্থ বর্ষের বার্ষিক চিত্রকলা সঙ্গে ভাস্কর্য ও ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনীর দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ২৬ মে থেকে ২৯ মে চারদিনব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনীর প্রথম দিনের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববন্দিত তবলাবাদক পন্ডিত মল্লার ঘোষ, মহান চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী এবং বিশিষ্ট কবি–আবৃত্তিকারী–

অভিনেত্রী মল্লিকা ঘোষ। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন প্রখ্যাত আলোকশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক অর্জুন চক্রবর্তী ও কবি অলোক দাশগুপ্ত। এই চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষত্ব ছিল প্রত্যেকেই শিশুশিল্পী থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সবাই তাদের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে একই সঙ্গে একত্রিত হওয়া। কমবেশি ৭১ জন চিত্রশিল্পী এবং পাঁচজন করে ভাস্কর ও আলোকচিত্রশিল্পীর শিল্পকর্ম এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। অসংখ্য দর্শকের উপস্থিতিতে নানা রঙে ভিন্ন ভাবনায় এই প্রদর্শনী চিত্তাকর্ষক ও অভূতপূর্ব হয়ে ওঠে। প্রদর্শনীর সার্বিক পরিচলনায় রত ছিলেন স্কুলের কর্ণধার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পাল।

'রবিবাসর'–এর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

শ্রেয়সী ঘোষ : ৯৩ বছরের যাত্রা শুরু করল 'রবিবাসর' গত ২৯ মে রবিবার শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন এবং রবিবাসর ৫৩ সংখ্যাটি প্রকাশ ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশ্বভারতী'র অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথের সংগঠন চিন্তার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন তিনি। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন ঋজু রায়। শুরুতেই আহ্বায়িকা চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় স্বাগত জানালেন সবাইকে। সভা সভ্যারা পরিবেশন করলেন গান, কবিতা

পাঠ, শ্রুতি নাটক প্রভৃতি। গান করলেন পারমিতা রায়, আলপনা সেনগুপ্ত, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ড. জগদীন্দ্র মণ্ডল ও ড. শঙ্কর ঘোষ। কবিতা পাঠ করলেন দিব্যেন্দু রায়, চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাচিক শিল্পী দম্পতি কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস। শ্রুতি নাটক পরিবেশন করলেন ড. মীনাক্ষি সিংহ। বক্তব্য রাখলেন ড. মমতা রায়, ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায় এবং সর্বাধ্যক্ষ ড. পার্থ ঘোষ। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করলেন রবিবাসর–এর সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষ হল সবুজ দ্বীপের পাঠশালা শুটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ক্যানিং মাতলা নদীর পাড়ে শেষ হল পাল ফিল্ম প্রোডাকশন নিবেদিত একটি শর্ট ফিল্ম সবুজ দ্বীপের পাঠশালা শুটিং। সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি বিদ্যাসাগর পল্লী পাড়া এবং ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা অঞ্চলের রাজারলাট পুরাতন চাঁদনী গ্রামের মাতলা নদীর পাড়ে সম্পূর্ণ শুটিংয়ের কাজ হয় বেশ কয়েক দিন ধরে। এদিন সম্পূর্ণ ভাবে এই শর্ট ফিল্মের শুটিংয়ের কাজ শেষ হল। শর্ট ফিল্ম সবুজ দ্বীপের পাঠশালা মূল গল্প হিসাবে উঠে এসেছে বাঘ বিধবা পরিবারের করুণ কাহিনী এবং এই সমস্ত পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের পঠন পাঠন পাঠশালার মাধ্যমে। সবুজ দ্বীপের পাঠশালা পঠন পাঠন সংগীতে মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন পাঠশালা শিক্ষিকা। পাশাপাশি কালের ক্রমে ক্যানিং মাতলা নদীতে পলি পরতে পরতে নদী প্রায় মজে গেছে। ফলে মাতলা তার যৌবন হারিয়েছে এবং নদী মজে যাওয়ার ফলে অসহায়

হয়ে পড়েছে অনেক নৌকার মাঝি। তারও কিছু চিত্র ফুটে উঠেছে এই সবুজ দ্বীপের পাঠশালা শর্ট ফিল্মে।

এমন কি মাতলা নদী নিয়ে মাঝির ঠোঁটে ফুটে উঠেছে একটি অসাধারণ ভাটিয়ালি গান। ও দয়াল এ জীবনে দুঃখের কথা বুঝলি না আমায়, সোদা মাটির নোনা জলে থাকলাম চিরকাল। এই গানটি গেয়েছেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট বাউল শিল্পী কৃষ্ণেন্দু সরকার। গানটির গীতিকার বিশ্বজিৎ পাল এবং সুরকার ও সংগীত পরিচালনায় সত্যজিৎ পাল। সবুজ দ্বীপের পাঠশালা শর্ট ফিল্মে আর ২ টি অসাধারণ গান। একটি গান তোমার কোলে এলাম আমি, কোথায় কেমন ছিলাম আমি। গানটি গেয়েছে শ্রেষ্ঠা হালদার ও শিশু শিল্পী সর্বজিৎ পাল। গীতিকার ও সুরকার প্রদীপ বোস, সংগীত পরিচালনায় সত্যজিৎ পাল। আর একটি গান খেলবো শিখবো জানবো সত্য পথে চলবো, তোমরা শিশু ছাত্র দল একই সুরে গাইবে গান। এই গানটি গেয়েছে বিশ্বজিৎ পাল ও অন্যান্য শিশু শিল্পী। এই গান ৩টি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু দিন আগে রিলিজ হতেই ইতিমধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে নেট দুনিয়ায়। সবুজ দ্বীপের পাঠশালা শর্ট ফিল্মের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় বিশ্বজিৎ পাল। সহকারী পরিচালনায় তন্ময়। সংগীত পরিচালনায় সত্যজিৎ পাল এবং প্রযোজক কাকলী পাল। ক্যামেরায় এইচ আর রাহুল ও প্রদীপ সা। সবুজ দ্বীপের পাঠশালা শর্ট ফিল্মে অভিনয় করেছে শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অমল নায়েক, ঈশিতা মন্ডল, পূজা সরদার, রুপা সূতার, ববিতা পাল দাস, আলপনা মন্ডল, বিশ্বজিৎ পাল, প্রশান্ত সরকার, অজয় হালদার, গৌতম বিশ্বাস, অনাথ শীল, নিতাই সূতার, রত্নদেব পাল। তবে এই ফিল্মে অভিনয়ে আর্কষণ করে তুলেছে শিশু শিল্পী সর্বজিৎ পাল, জীবিকা সূতার, ইন্দ্র মন্ডল। মেকাপ আর্টিস সুভাষ দাস ও কাজল। ফিল্মটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঝড়খালি সবুজ বাহিনী এবং ক্যানিং এস পি ডিজিটাল রেকর্ডিং স্টুডিও।

কবি–সাহিত্যিক মজলিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সাধনা মঞ্চ আয়োজিত চলতি মাসের শেষের দিকে রবিবার শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে ১২৩তম বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক বিশেষ কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি পৃথ্বীরাজ সেন, প্রধান অতিথি বাংলাদেশ হাইকমিশনার রঞ্জন সেন, কাজী নজরুল ইসলামের নাতনি মিষ্টি কাজী, দুই বাংলার কবি আরণ্যক বসু, কবি সুদর্শন দাস, সংগঠনের প্রধান কর্ণধার তথা সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু, সংগঠনের সভাপতি বিপুল কুমার ঘোষ, সংগঠনের চেয়ারম্যান রঞ্জিত দাস। ওইদিন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গকে উত্তরীয়, কবি নজরুলের মূর্তি স্মারক দিয়ে

সংবর্দ্ধনা জানান উদ্যোক্তারা। ব্যাগনানের সমীর পাল খালি গলায় গান করে, শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেয়। 'অগ্নিবীণা ঝংকারে, আজও মধুর ও বাঁশরি বাজে। বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলা সাহিত্য রত্ন, বাংলা সাহিত্য গৌরব সম্মান ও কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক সাহিত্য রত্ন সম্মান পান মেদিনীপুর ময়নার সুশান্ত কুমার মণ্ডল, কাকদ্বীপের তাপস মাইতি, জয়নগর বহরু সুজিত মণ্ডল, দুর্গাপুরের প্রতিবন্ধী দেবস্মিতা নাথ, যোগেশচন্দ্র জানা, ইয়াসিন সেপাই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের বংশধর মহাশ্বেতা ব্যানার্জী, রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরসুরী ডক্টর রজত মোহন রায়, ছত্রিশগড় থেকে গোপাল মুখার্জী, সুপর্ণা রায়, চেয়ারম্যান ডক্টর রনজিৎ দাস, বাংলাদেশের সুদীপ রায়, মানিক দে, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনায় মধুমিতা ধৃত প্রশংসনীয়। কবি ও শ্রোতাদের মেলবন্ধনের অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীনরূপে সফল।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবুদ্ধ মিশন (মানব কল্যানে ব্রতী সংগঠন)এর পক্ষ থেকে গত ২৯ মে তারিখে সোনামুখি অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তরীণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসকে উপলক্ষ করে এক সাংস্কৃতিক সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানকার স্থানীয় মাণুষদের পূর্ণ সহযোগিতাই সেই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছিল। কনকলতা ভিলা নামক স্থানীয় ভিলায় অনুষ্ঠানটি করা হয়েছিলো। ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারাই মূলত অনুষ্ঠানটি উপস্থাপিত হয়েছিলো। বৈদিক শান্তি মন্ত্রের পবিত্র উচ্চারণধ্বণির পর উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয় এবং সমবেত জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি

হয়। এছাড়াও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য সহ সেদিন ছাত্র ছাত্রীগণ আরো সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির শোভাবৃদ্ধি করেছিলো। উক্ত দিনে এই দুই মহান স্বনামধন্য ব্যাক্তিত্বকে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য , শ্রুতিনাটক এবং নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করতে পেরে আমরা সত্যিই ধন্য। বলাবাহুল্য যে সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে তাৎপর্যমন্ডিত করেছিলো।

বাংলার ফুটবলের সর্বকালের সেরার সেরা ভিনরাজ্যিরা

অরিঞ্জয় মিত্র

ফুটবলের মক্কা কলকাতায় বানের জলের মতো প্রচুর বিদেশি তারকা এসেছেন। খেলেও গিয়েছেন তেমনই রমরমিয়ে। এঁদের নিয়ে বিগত কয়েক সপ্তাহ আগের প্রতিবেদনে ভালোই আলোচনা হয়েছে। তাতে মজিদ থেকে শুরু করে চিমা, ব্যারেটো–সহ বহু তারকার নাম আলোচিত হয়েছে। আবার স্থানসঙ্কুলানে হয়তো কিছু নাম বাদ পড়েও গিয়েছে। এডমিলসন, রাস্টি মার্টিনস ,ওমেলোজারা খানিকটা উহ্য থেকে গিয়েছেন।

বিদেশিদের নিয়ে আলোচনার পর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাকি থেকে যায়। সেটি হল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলার বুকে যাঁরা দাপিয়ে বেরিয়েছেন সেইসব তারকাদের কথা। এখানে আবার কয়েকটি ভাগ রয়েছে। যেমন দেশের দক্ষিণ প্রান্তের কেরালা, অন্ধ্র , কর্নাটক থেকে যেসব ফুটবলার বাংলার ক্লাবগুলিকে আলোকিত করে তুলেছিলেন তাঁরা। আরেকটি বিভাগ হল দেশের পশ্চিম ভাগ অর্থাৎ গোয়া এবং মহারাষ্ট্র থেকে বাংলায় আসা ফুটবলার। এছাড়াও দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি প্রান্ত উত্তর ভারতের পঞ্জাবের তারকারা। যারা বিভিন্ন সময়ে কলকাতাকে দেখিয়েছেন ফুটবল কাকে বলে। এখানে আবার বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, গোয়া বা দক্ষিণী ফুটবলাররা যদি স্কিলের দিক থেকে লাতিন আমেরিকাকে মনে করান তবে পঞ্জাবের শক্তসমর্থ, দীর্ঘদেহী–বলিষ্ঠ ফুটবলাররা কলকাতাকে ইউরোপীয় পাওয়ার ফুটবলের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। এর বাইরে গিয়েও আরেকটি ধারার কথা অতিঅবশ্যই তুলে ধরতে হবে। সেটি হল ভারতের উত্তর–পূর্ব প্রান্তের তারকারা। এরমধ্যে সিকিম, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্যের বহু তারকা শুধু বাংলা নয় ভারতের ফুটবলকে গৌরবান্বিত করেছেন।

একসময়ের দাপুটে তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ঘর আলোকিত করেছে এমন অনেক তারকা যারা জন্মসূত্রে হয়তো বাঙালি নন, কিন্তু যে কোনও বাঙালি ফুটবলারের সঙ্গে সমানতালে খেলে গিয়েছেন। এই তালিকায় আসতে গেলে নিঃসন্দেহে একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হয়। বিশেষ করে রহিম সাহেব যখন ভারতীয় ফুটবলের কোচিংয়ে নয়া দিগন্ত গড়ে তোলেন সেইসময়ের একটু আগে–পরের ঘটনা। ইস্টবেঙ্গলে তখন পঞ্চপাণ্ডবের জমানা। সালে, বেঙ্গটেশ, আমেদ খান, আপ্পা রাও এবং ধনরাজের আবির্ভাব হয় ইস্টবেঙ্গলের সর্বকালের সেরা কর্তা তথা পৃষ্ঠপোষক জ্যোতিষ গুহের হাত ধরে।

দূরদর্শী জ্যোতিষ গুহ বুঝেছিলেন প্রায় সমমানের মোহনবাগান ও মহমেডানের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন অন্য রাজ্যের ফুটবলারের। বস্তুত, সেই কুশলী চিন্তাধারনার শরিক হয়েই পঞ্চপাণ্ডবের বঙ্গভূমিতে পদার্পণ। এই পঞ্চপাণ্ডব অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলকে শুধু কলকাতা তথা বাংলার সেরা নয় ইস্টবেঙ্গলের সেরা দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তখন ছিল পাঁচ ফরোয়ার্ডের যুগ। এদের মধ্যে প্রথম কলকাতায় আসেন আপ্পা রাও। তারপর বেঙ্কটেশ। পরে

ধনরাজ, আমেদ খান। আর কিছু পরে সালে। পাঁচ ফরোয়ার্ডের মধ্যে নিঃসন্দেহে সেরা ছিলেন আমেদ খান। তার খুব কাছাকাছি থাকবেন বেঙ্কটেশ। আমেদ খান খেলতেন লেফ্ট ইনে। প্রচণ্ড স্কিলফুল ফুটবলার ছিলেন আমেদ খান। তাঁকে আটকাতে সেসময় হিমশিম খেতেন বহু নামিদামি প্লেয়ারই। মোহনবাগানের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে দুটি নাম সেই শৈলেন মান্না ও চুনী গোস্বামীরা আমেদ খান্নারা সেরা মেনেছেন নির্দ্বিধায়। ভারতের হয়ে অলিম্পিকসের আসরেও দুরন্ত পারফর্ম করেছেন আমেদ খান। ফ্রান্সের কাছে সেমিফাইনালে দুটি পেনাল্টি নষ্ট করে ভারত যে ১–২ হারে তাতে নাকি আমেদ খানের খেলা সবাইকে মোহিত করেছিল। এখনকার মতো অতো ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের চল ছিল না তখন। নাহলে আমেদ খান বলে বলে এরকম কত পুরস্কার যে জিতে নিতেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি এতটাই বড়মাপের ফুটবলার ছিলেন যে সেই পঞ্চাশের দশকে তাঁকে সরাসরি ইউরোপে খেলার প্রস্তাব দেন এক সুইস কোচ। হয়তো পরিকাঠামো এবং অন্যান্য দিক থেকে সেসময় অত সুবিধে ছিল না । নতুবা কে বলতে পারে আমেদ খান হয়তো ইউরোপের লিগ মাতিয়ে তুলতেন। স্প্যানিশ লিগ, ইংল্যান্ড লিগ বা জার্মান , ফ্রান্স, ইতালির কোনও সেরা দলের জুতো পা গলাতেন নিঃসন্দেহে। গোলার মতো শট ছিল না পায়ে। সেই আক্ষেপেই হয়তো গোল করার চেয়ে করাতে বেশি ভালোবাসতেন আমেদ খান।

যতদিন এই পঞ্চপাণ্ডব অটুট ছিল ততদিন ইস্টবেঙ্গল ছিল সবার সেরা। পরে এই জুটি ভেঙে যায়। বেঙ্গটেশ চলে যান মোহনবাগানে। নির্বীষ হয়ে ওঠে এই কিংবদন্তী ফাইভ স্টার। বেঙ্গটেশও আমেদ খানের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিলেন না। রাইন ইনে খেললে কীহবে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের হয়ে আমেদ খানের বেশিরভাগ গোল ছিল বাঁ পায়ে। সর্বোপরি বেঙ্গটেশ ছিলেন খুব বড় মনের মানুষ। তৎকালীন জুনিয়র ফুটবলারদের সঙ্গে খুব সুন্দর মিশে যেতে পারতেন। কাকে কোন পজিশনে খেলালে খাপ খাবে তাও বোঝার অপার ক্ষমতা ছিল বেঙ্গটেশের। আরও একটা বিষয় কাকতালীয়ভাবে মিলে গিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের এই পঞ্চপান্ডবের সকলেই দক্ষিণ ভারতের। এঁদের মাধ্যমেই দক্ষিণী তারকারা এই বাংলায় পাড়ি জমান। পরবর্তীতে হাবিব, আকবর, জেভিয়ার পায়াস, উলগানাথন, আইএম বিজয়ন, সত্যেনদের মতো বহু সেরা ফুটবলারকে পেয়েছে এই বাংলা। এঁদের মধ্যে কাউকে ছোট না করেও বলা চলে সেরা দুজন। যথারীতি নিজের নিজের সময়। সত্তর এবং আশির দশক মাতানো হাবিব। আর নব্বই দশকের ভারতীয় ফুটবলের মারাদোনা আই এম বিজয়ন। সেদিক থেকে দেখলে বলা যায় ভারতের ফুটবল শাসন করার নিরিখে ভিন রাজ্য থেকে আসা তারকাদের মধ্যে আমেদ খান, হাবিব এবং বিজয়ন থাকবেন। তবে এরা কিন্তু থাকবেন দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি হয়ে। অন্ধ্র, কর্নাটক ঘরানার পাশে বিজয়নের কেরালার কথাও বলতে হবে। এছাড়া জেভিয়ার পায়াসও ছিলেন অত্যন্ত কুশলী এক ফুটবলার। সাব্বির আলি, সত্যেন, পাপ্পাচান প্রমুখেরাও বিশেষ উল্লেখ্য। মহম্মদ নইমুদ্দিন কোচিংয়ে যেমন সাফল্য পেয়েছিলেন ফুটবলার হিসেবেও তাঁর অসামান্য দক্ষতার কথা ভোলা যায় না। উলগানাথন, বাবু মানির মতো দক্ষিণী তারকারাও ফুটবলটা বেশ ভালোই খেলতেন। বলাইবাহুল্য, এঁদের সবারই আগমন দক্ষিণের পথ বেয়ে।

দক্ষিণ থেকে নিয়ম–মতো আরেকটু পাশে গেলে গোয়া, কোঙ্কন বা মহারাষ্ট্রের দিকে র‍্যাডার তাক করা যায়। কিন্তু একটু বৈচিত্র্য আনতে এক্ষেত্রে না হয় উত্তর–পূর্ব ভারতের দিকে তাকানো যাক। প্রসঙ্গত, আমেদ খান, হাবিব বা বিজয়নের নাম যে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিত হয় ততোধিক গুরুত্ব দিতে হয় উত্তর–পূর্বের শ্যাম থাপা, বাইচুং ভুটিয়া এবং সুনীল ছেত্রীকে। বলা চলে উত্তর–পূর্ব ভারত থেকে আসা এই তিন তারকা ভারতীয় ফুটবলকে মহিমান্বিত করেছেন। গৌরবজ্জ্বল করে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে আবার শ্যাম থাপা যদি সত্তর–অশির দশকের হিরো হন তো বাইচুং হলেন নব্বই দশকের যুবরাজ। ভারতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী হলেন সমগোত্রীয় তারকা । সুনীল দেশের হয়ে আরও কয়েক বছর খেলে দিতে যে পারবেন তা এখনই বলে দেওয়া যায়। যদি না বড় কোনও চোটআঘাত এসে সুনীলকে বিদ্ধ করে। এই থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের মধ্যে আরও একটা ব্যাপারে ভারি মিল। সেটা হল তিনজনেই ব্যাকভলি বা বাইসাইকেল কিকে ভারতে সেরার স্থান পাবেন। শারীরিকভাবে এঁরা এতটাই সক্ষম এবং ক্ষিপ্র যে এঁদের বাগ মানাতে থরহরি কম্পমান হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা ডিফেন্স। ক্লাব দল ও দেশের হয়ে গোল করার নিরিখেও বাইচুং এবং সুনীলের পারফরম্যান্স ' এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়'–এর মতো। প্রখ্যাত কোচ অমল দত্ত যেবছর ডায়মন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে মোহনবাগান তথা কলকাতা ফুটবলকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন সেবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডার্বিতে হ্যাটট্রিক করে বাইচুং ভুটিয়া বুঝিয়েছিলেন কাকে বলে স্ট্রাইকিং এবিলিটি। উত্তর–পূর্ব ভারত ভারত থেকে এঁদের পাশাপাশি গুণবীর সিং, সোসো, লালম পুঁইয়া প্রমুখ আরও অনেক তারকা ভারতীয় ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছেন। কলকাতার গড়ের মাঠ ধন্য হয়েছে এঁদের পদধূলিতে।

সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা যখন ভারতসেরা তখনও কিন্তু গোয়া ও পঞ্জাব তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল। এই গোয়া থেকেও বেশ কয়েকজন ফুটবলার বাংলায় এসে যথেষ্ট সাফল্য পান। এঁদের মধ্যে ব্রুনো কুটিনহো, অ্যালভিটো ডি কুনহা প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গোলকিপার ব্রহ্মানন্দ কলকাতার টিমে না খেলেও সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন তামাম বাঙালির তাঁর দুর্দান্ত গোলকিপিং দিয়ে। কলকাতায় না খেললেও একইভাবে মাঠ মাতিয়েছেন মহেশ লোটলেকর, মরিসিও আলফান্সো, ক্যামিলো গঞ্জালভেসরা। ক্লাব ফুটবলেও মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের একাধিপত্যে কাঁটা বিছোতে সক্ষম হয়েছিল গোয়ার বেশ কয়েকটি ক্লাব। চার্চিল ব্রাদার্স, সালগাওকর, ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। যদিও এই মুহূর্তে সেই গ্রাফ অনেকটাই নিচের দিকে। গোয়া থেকে নতুন করে ভালো ফুটবলার উঠেও আসতে দেখা যাচ্ছে না। যে দক্ষিণ ভারত বাংলা তথা দেশকে এত বড় সব ফুটবলার উপহার দিয়েছে সেখানেও কার্যত খরা দেখা দিয়েছে। ফুটবলের পরিবর্তে ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিসের বাড়বাড়ন্ত দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে। তুলনামূলকভাবে উত্তর–পূর্ব ভারতের মণিপুর, সিকিম, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যগুলি হয়ে উঠেছে ফুটবলার তৈরির আড়ত। অর্থাৎ ফোকাসটা দক্ষিণ থেকে উত্তর–পূর্বে সরে এসেছে। আরও রক ফুটবল গরিমার রাজ্য পঞ্জাবও ফুটবল আকালে আক্রান্ত। জার্নাল সিং থেকে ভাটিয়া, পারমিন্দর সিং, কুলজিৎ সিংরা যে রাজ্য থেকে উঠে এসেছিল সেই পঞ্জাব এখন ভারাক্রান্ত। অথচ পাওয়ার ফুটবলের কলাকৌশল পঞ্জাবীদের করায়ত্ত ছিল একসময়। শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতার জোরে বাংলা বা অন্য রাজ্যকে বেগ দিত পঞ্জাব। সেখানেও এখন শূন্যতা। এভাবে চলতে থাকলে ভারতের নতুন কোনও প্রান্তে ফুটবল বিপ্লব কী সংগঠিত হতে পারে। কারণ, খুব খারাপের মধ্যেও আশার সলতে প্রদীপ হয়ে উঠেছে আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সকার লিগের মতো আন্তর্জাতিক মানের টুর্নামেন্ট। বয়সে একটু প্রবীণ হলেও বড় মাপের বিদেশিরাও নিয়মিত খেলছেন এই লিগে। সেক্ষেত্রে এঁদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে নতুন প্রতিভার অন্বেষণ ঘটতেই পারে। আর সেদিকেই তাকিয়ে এখন গোটা দেশ।

দেহ সৌষ্ঠবে কঠিন চ্যালেঞ্জ সৌমেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা সরশুনার ছেলে সৌমেন হালদার বডি বিল্ডিংয়ের আসরে চিনিয়েছেন নিজেকে। পোলিও হওয়ার দরুণ ২ বছর বয়স থেকে দু'টো পা–ই অকেজো হয়ে যায়। তারপরেও সেই দু'পায়েই ভর করে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। রাজ্যে বডি বিল্ডিংয়ের আসরে নিজের জাত চিনিয়েছেন। দুটো পা না থাকা সত্ত্বেও বডি বিল্ডিংয়ে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে অনেক পদক অর্জন করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সৌমেন ২০০৭ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ১৩ বার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। জাতীয় স্তরে দু'বার ব্রোঞ্জ। ২০১৯–এ ব্যাঙ্গালোর মিস্টার এশিয়াতে ব্রোঞ্জ। ২০১৬ সালে তামিলনাড়ুতে এবং ২০১৭তে দিল্লিতে ব্রোঞ্জ পান। ২০১৮তে চেন্নাইয়ে রৌপ পদক অর্জন করেন। সবই অবশ্য শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিযোগিতায়। প্রায় বছর কুড়ি হল বডি বিল্ডিংয়ে এসেছেন। বেহালা সরশুনার টালির বাড়িতে একাই থাকেন সৌমেন। বাবা মা

দুজনেই মারা গেছেন। দিদিরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কোনও চাকরি করেন না সৌমেন। স্থানীয় এলাকায় একটি জিমে ব্যায়াম শিখিয়েই রোজগার, ছেলে দুপায়ে হাঁটতে পারে না বলে তাঁর মা একটা স্কুটি কিনে দিয়েছিলেন তাঁকে। সেটায় বিশেষভাবে চাকা লাগাতে হয়েছে। সেই স্কুটিই এখন যাতায়াতের পক্ষীরাজ ঘোড়া। সৌমেনের জীবনে স্বপ্ন আছে অনেক কিছুই। যেমন এশিয়ায় মিস্টার ওয়ার্ল্ড হওয়ার জন্য উজ্জীবিত হয়ে আছেন। 'দেশের আরও পদক অর্জন করে উচ্চ শিখরে পৌঁছতে চাই।'

সম্প্রতি কলকাতা ময়দানে রেঞ্জার্স ক্লাব আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস স্টার অ্যাওয়ার্ড ২০২২'। 'মার্শাল আর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার' উদ্যোগে জুডো ক্যারাটে কৃতীদের এই ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস স্টার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক তাইকুন্ড চ্যাম্পিয়ন শিপে সোনা জয়ের জন্য 'হল অফ ফেম' পুরস্কারে ভূষিত হলেন বেলঘরিয়ার চন্দন ঘোষ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক দেবাশিত কুমার এবং মার্শাল আর্ট–এর বহু প্রশিক্ষক ও ক্রীড়াবিদরা উপস্থিত ছিলেন। —নিজস্ব চিত্র

মেয়র' স কাপ জিতল সেন্ট জেমস্

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সেন্ট জেমস স্কুল মেয়র'স কাপ ক্রিকেট – ২০২২ – এ চ্যাম্পিয়ন হল। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ৩০ মে ফাইনাল ম্যাচে তারা কলকাতারই নব নালন্দা হাই স্কুলকে ৮ উইকেটে হারিয়ে দিল। নব নালন্দা হাই স্কুল প্রথমে ব্যাট করে ৩৫ ওভারে ১০৭ রান তোলে। জবাবে সেন্ট জেমস্ স্কুল ১৮.৩ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়। ম্যাচের সেরা হলেন সেন্ট জেমসের আলি আহমেদ।

বাসন্তী ব্লকে আন্তর্জাতিক সাইকেল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩ জুন বাসন্তী ব্লকে বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠে অভিনবভাবে পালিত হল আন্তর্জাতিক সাইকেল দিবস। ব্যবস্থাপনায় ছিল অগ্নি রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী অমল নায়েক, শিক্ষক শংকর সরকার, প্রশিক্ষক কামিনী গুছাইত, শিল্পী বাবলী ব্যানার্জী, প্রশান্ত সরকার, সুশোভন মণ্ডল এবং ঐকাতান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যুথিকা পাল প্রমুখ। প্রায় ২০০ জন এন সিসি ক্যাডেট এই বাইসাইকেল ডেতে অংশগ্রহণ করে র‍্যালিতে এলাকা পরিভ্রমণ করে।

জাতীয় পতাকা শোভিত বাইসাইকেলগুলো ভীষণ দৃষ্টিনন্দন লাগছিল। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর অত্যন্ত তৎপরতা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক বাইসাইকেল ডে উদযাপন করেন। তিনি বলেন, পেট্রল ও ডিজেল চালিত যানবাহনের চলাচলের ফলে দূষণ বাড়ছে, তাছাড়া কায়িক পরিশ্রম না হওয়ায় শরীর অচল হয়ে যাচ্ছে। তাই মাঝে মধ্যেই সাইকেল চালানো উচিত। অগ্নি রুলাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার দীপঙ্কর লাহিড়ী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাইকেলের সাতকাহন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটবেলায় বড় হওয়ার এক ধাপ বোঝা যেত সাইকেল শিখে গেলে। দুচাকায় গড়িয়ে অনাবিল আনন্দ। ব্যালেন্সে ভর করে শেখার পরে যখন নিজে নিজেই গড়িয়ে যাওয়া যেত সেটাই ছিল এক ভালোবাসা। সাইকেল কেনার বায়না। তারপর দুমদাম পড়ে যাওয়া অতঃপর বড়দের সান্ত্বনা। পড়লেই শেখা যায় আর সেই সাইকেলেই ভর করে যখন পাহাড় পর্বত পেরিয়ে কোথাও পৌঁছানো যায় তখন সেই উদ্দীপনাই কাজ করে সকলের মনে।কলকাতার রাস্তায় সাইকেলের জন্য কোনও আলাদা ব্যবস্থা না থাকলেও সাইকেল প্রেমীরা কিছুটা যুদ্ধ করেও সকালের রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন শারীরিক কসরৎও যাতে হয়ে যায়। এছাড়াও পরিবেশের কাছে থেকেও ধন্যবাদ পাওয়া যায়। আর এই কারণেই ইউনাইটেড নেশন সাইকেলের উপকারিতা বোঝানোর জন্য ২০১৮–এর এপ্রিলে ৩ জুনকে বিশ্ব সাইকেল দিবস হিসাবে নির্ধারণ করেছে। ২০২২–এর সারা দেশে এই দিবসটি বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় পালন করা হলো। দেশের ৭৫টি স্বনামধন্য জায়গার মধ্যে কালীঘাট অন্যতম। তাই সেই এলাকায় এক সাইকেল যাত্রার মাধ্যমে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা পালন করলো এই দিবস।

পতাকা নাড়িয়ে উদ্বোধন করলেন এসিপি উজ্জ্বল রায়, ফুটবলার কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার সহ অন্যান্যরা। সকলেই সাইকেলের উপকারিতা নিয়ে জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। এই যাত্রায় সকলের সাথে সাইকেলের গতি মেলান সাইক্লিস্ট মাধবী সরকার। এনওয়াইকেএস দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী বলেন, শরীর চর্চার মূল একটি উপাদান হলো সাইকেল চালানো। এরকম ভাবে সাড়া পাওয়া যাবে আমরা ভাবতেও পারিনি। ধন্যবাদ সকল সাইক্লিস্টদের। এই সমগ্র অনুষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে ছিল এনএসএস, এনসিসি, সরোবর অ্যাথলেটিক সেন্টার, হিন্দ সংঘ এবং ড্রিমস হুইলস। প্রত্যেক দিনই হোক সাইকেলের দিন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com